দক্ষ-যজ্ঞ

বা

সতীর দেহ ত্যাগ।

স্বর্গীয় মনোমোহন বসুর

সতী নাটক

অবলম্বনে

গীতাভিনয়।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস-সঙ্কলিত।

"কালী নিকেতন।"

৩৪, বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩৬ সাল।

প্রকাশকের নিবেদন।

যাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর "রথের গান" শুনিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইতাম—যাঁহার সুন্দর পৌরাণিক নাটকগুলি পড়িয়া ও তাহার অভিনয় দেখিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতাম,—যাঁহার "হাফ আখড়াই" গীতে এক সময়ে সমগ্র কলিকাতা মাতিয়া উঠিত—সেই স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয় বর্ত্তমান বঙ্গীয় নাট্য সমাজের প্রথমাবস্থায় একাধারে একজন বিখ্যাত কবি, নাট্যকার, সঙ্গীত-রচয়িতা ও সমাজ-সেবক ছিলেন। যে যুগে বাঙ্গালা দেশে এত নাট্যকার ছিল না—সঙ্গীত-রচয়িতা ছিল না, সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি স্বীয় উজ্জ্বল প্রতিভা বলে, বঙ্গভাষা-জননীকে নাট্য-সম্পদ দানে অলঙ্কৃতা করিয়াছিলেন। যে যুগে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের উপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সে যুগ চলিয়া গিয়াছে।

তৎকালীন বহুবাজারস্থ সম্ভ্রান্ত "বঙ্গনাট্য-সমাজের" জন্য, তিনি "রামাভিষেক," "সতী," "হরিশ্চন্দ্র" প্রভৃতি পৌরাণিক এবং "প্রণয় পরীক্ষা" নামক সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবুর পৌরাণিক নাটক তিন খানি বিশেষ ভাবে প্রতিভা-গৌরব মণ্ডিত। মহা সমারোহে ও সগৌরবে ঐ সমুদয় নাটক সেই নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। সে আজ ন্যূনাধিক অর্দ্ধ-শতাব্দীর উপরের কথা। ঐ নাটকগুলি যখন বহুবাজারে অভিনীত হইত, তখন লোকে একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিত। বিশেষতঃ "সতী"ও "হরিশ্চন্দ্রের" অভিনয় অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী হইত। কি সাজ সজ্জা, কি অভিনয়-পারিপাট্য, সকল দিক দিয়াই, মনোমোহন বাবুর সহায়তায় সেই প্রতিষ্ঠাপন্ন "সতী" নাটক খানি বহু দিন ব্যাপিয়া ঐ স্থানে অভিনীত হইয়াছিল। অপরাপর নাট্যামোদী-দিগের ন্যায় বর্ত্তমান প্রকাশকও অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছিল।

"প্রণয়--পরীক্ষা" নামক তাঁহার শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটকখানি "রয়াল-বেঙ্গল থিয়েটারে" মহাসমারোহে বহুরাত্রি অভিনীত হইয়াছিল। তখন নাট্য সাহিত্যের ও নাট্যশিল্পের বাল্যাবস্থা। সংপ্রতি প্রায় বিশ বৎসর হইল, নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের উদ্যোগে "ষ্টার থিয়েটারে" কিছু দিন "প্রণয়-পরীক্ষার" অভিনয় হইয়াছিল।

"হাফ আখড়াই" ও "পাঁচালীর" জন্য গীত রচনাতে তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষমতা ছিল। সেরূপ মণ-প্রাণ-মাতানো গান আর এখন শুনিতে পাওয়া যায় না।

মনোমোহন বাবু ও আমি উভয়ে এক গ্রামবাসী। ২৪ পরগণার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ছোট জাগুলীয়া গ্রামকে তিনি একদিন প্রখ্যাত-নামা নাট্যকারের আবাস ভূমি রূপে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। আমি চিরদিন তাঁহার একান্ত অনুরক্ত, ভক্ত এবং তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সেই অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার স্মৃতি কল্পে, তাঁহার রচিত "সতী" নাটক পুনরভিনয়ার্থ সাধারণ সমক্ষে এক্ষণে উপস্থাপিত করিলাম। সেই নাটকের গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, গীতাভিনয়াকারে কোনও কোনও অংশ পরিবর্জ্জন করিয়া প্রকাশিত হইল। তাঁহার এবং অন্যান্য কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতার গীতগুলি, শ্রোতাদের তৃপ্তির জন্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আশা করি ইহা নাট্যমোদী গীতাভিনয়ানুরাগী ভদ্র-মহোদয়গণের সম্যক্ আনন্দপ্রদ হইবে। মূল নাটকখানির জন্য আমি মনোমোহন বাবুর নিকট সম্পূর্ণ ঋণী, এবং অন্যান্য যাঁহাদের রচিত গীত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকটও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গীতাভিনয়ানুরাগী সজ্জনগণের মনস্তুষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রটি করি নাই। এক্ষণে তাঁহারা সকলে ইহাকে আদর করিয়া স্নেহের চক্ষে দেখিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি বিষয়ে আমার সোদরপ্রতিম সুহৃদ্বর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও বাধিত রহিলাম।

"কালী-নিকেতন।"
৩৪, বীডন ষ্ট্রীট।
শুভ শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩৬ সাল।

বিনীত
শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস।

পতির্হি দেবো নারীণাং পতির্ব্বন্ধুঃ পতির্গতিঃ।

পত্যাসমা গতির্নাস্তি দৈবতং বা যথা পতিঃ॥

"রে সতি, রে সতি", কান্দিল পশুপতি,

পাগল শিব প্রমথেশ।

পতিনিন্দা সমং পাপং নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যো দ্রষ্টব্যঃ সততং পতিঃ॥

অভিনেতা।

পুরুষগণ।

দক্ষ	... ... রাজর্ষি।
শিব	... ... কৈলাসনাথ ও দক্ষ-জামাতা।
নারদ	... ... ব্রহ্মর্ষি।
শান্তিরাম	... ... ঐ শিষ্য।
সভাপাল	... ... দক্ষের মন্ত্রী।
নগরপাল	... ... শান্তি-রক্ষক।
নন্দী	... ... শিবানুচর।

বৈষ্ণব, শৈব, দ্বারবান, নট প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

প্রসূতী	... ... রাজমহিষী।
সতী	... ... শিবপত্নী ও দক্ষ-কন্যা।
অশ্বিনী, অশ্লেষা, মঘা	... ... সতীর সহোদরা রাজকন্যাগণ
সনকা	... ... মহিষীর পরিচারিকা।
জয়া, বিজয়া	... ... সতীর পরিচারিকা-দ্বয়।

নটী।

সংযোগস্থল—দক্ষনগরী ও কৈলাস পর্ব্বত।

দক্ষ-যজ্ঞ গীতাভিনয়

বা

সতীর দেহ-ত্যাগ।

প্রস্তাবনা।

সভা-মণ্ডপ।

নট ও নটীর প্রবেশ।

নট। আহা! এই মহতী সভার কি অপূর্ব্ব শোভা হ'য়েছে। গুণী,মানী, জ্ঞানী, ভাবগ্রাহী আর রসগ্রাহী অনেকে সভাস্থ হ'য়ে এই সভামণ্ডপের অসামান্য শ্রীসম্পাদন ক'রেছেন। বিশেষতঃ—মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের অনুষ্ঠিত যৎ-সামান্য অভিনয় দর্শন জন্য যে ইঁহারা ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছেন, এ কি সামান্য মাহাত্ম্য? অথবা—মহতের স্বভাবই এই। যাই হোক্, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এই গুণজ্ঞ সমাজের যাহাতে তুষ্টি সাধন হয় তার চেষ্টা করা যাক্। (নটীর প্রতি) প্রিয়ে! দেখ দেখি এই সভায় কত গণ্য, মান্য, মহৎ লোকের সমাগম হ'য়েছে। ইঁহাদের সন্তোষের জন্য আজ কোন্ কাব্য অবলম্বন ক'রে অভিনয় করা যায়, বল' দেখি।

নটী। নাথ! তুমি আমায় উপহাস ক'চ্ছো না কি? ভাল ব'লেছ. যা হোক্! আমি তোমায় ব'লে দেব? আমি রসও বুঝিনি. কাব্যও বুঝিনি! তোমার রসেই আমার রস—তোমার কাব্যেই আমার কাব্য। হাজার হোক্ —আমি স্ত্রীলোক। তুমি যেটী মনোনীত ক'রবে, সেই কাব্যই অভিনয় করা যাবে।

নট। আমি বলি, তবে আজ কোনও অসামান্যা পতিব্রতার পবিত্র চরিত কীর্ত্তন করা যাক্। কিন্তু তেমনটী কৈ? মনে তো আস্‌ছে না। তুমি একটু চিন্তা ক'রে কোনও সতীর কথা মনোনীত ক'রে দাও দেখি।

নটী। (ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া) হাঁ—মনে হ'য়েছে। সেই দক্ষ প্রজাপতির জগৎ-মান্যা কন্যা—যিনি কৈলাসনাথের হৃদয়মণি হ'য়ে সতীত্ব প্রভায় ত্রিভুবন আলো ক'রেছেন—যাঁর মধু-মাখা মহিমার কথা ঋষিরা পর্য্যন্ত গান ক'রে ধন্য হন—আজ সেই সতীকুলেশ্বরী সাধ্বী-সতীর পবিত্র চরিত অভিনয় ক'রে সভাস্থ সকলের মনোরঞ্জন করা যাক্।

নট। হাঁ,—ঠিক মনোনীত ক'রেছ। প্রসূতীর কন্যা সতী যথার্থ সতী বটে।

গীত।

সেই, প্রসূতী-প্রাণ-নন্দিনী।
দক্ষ-কুল-সরোবরে, যেন বিকচ নব নলিনী!
সতীত্ব সুরভিবাসে, প্রণয় পীযুষ রসে,
বিহরে সদা কৈলাসে, কিবা হর মধুপ-মোহিনী!
রজত ভূধর সম, শিব-তনু অনুপম,
রজতে জড়িত হেম, সতী চম্পক-বরণী।
শিব-শিবা-লীলা-ভাব, শুধু মধুময় সব,
চাহি প্রকাশিতে আজি, সে পুণ্য-কাহিনী॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দক্ষ নগরী—রাজপথ।

একজন শৈব ও একজন বৈষ্ণব উপস্থিত।

বৈষ্ণব। ভাল ভাই, রাজপুরীতে কিসের এত ধুমধাম ব'ল্‌তে পার? আজ দুদিন ধ'রে দেখ্‌ছি, কত রকম শিল্পী আর কত রকম ব্যবসায়ী লোকের যাতায়াত, আর রাজ-কর্ম্মচারীরাও মহা ব্যস্ত—কাণ্ডটা কি?

শৈব। আমি তো ভাই, ও সব কিছুই জানি না। ত্রিসন্ধ্যা কেবল শিবপূজা, আর সেই দেবাদিদেব মহাদেবের আলোচনায় কাল কাটাই। ও সবের কোনও সংবাদই রাখি না।

বৈষ্ণব। (হাস্য করিয়া) তুমি যে ভাই, হাসালে! পূজা আহ্নিক কর ব'লে কি রাজ্যের শুভাশুভ আর সংসারের ভাল মন্দতে থাক্‌তে নেই? আমরাও কি হরিনাম করি না? কোন্ ভদ্দর লোকেই বা আহ্নিক পূজা আর শাস্ত্রচর্চ্চা না করে? তা ব'লে এমন ভণ্ডামি কথা কে ব'লে বেড়ায়?

শৈব। (সকোপে) তোমরা নাকি ধর্ম্ম-দ্বেষী পাষণ্ডের দল—তাই একটা কথার ছলে বিবাদ বাঁধাতে চাও। আমি কি ব'ল্লেম, আর তুমি কি বুঝ্‌লে!

বৈষ্ণব। কেন? বেশ বুঝেছি। তোমার মতে—গালবাদ্য আর অশ্রাব্য তন্ত্রালোচনা ছাড়া, সাংসারিক লোকের আর অন্য কাজ নেই। যে দেবতা তমোগুণের আধার, তার উপাসকের মুখে অত সাত্ত্বিক কথা ভাল লাগে না।

শৈব। তুমি বড় অন্ত্যজ, নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য, তাই অমন কথা ব'লচো। যিনি যোগীশ্বর—যিনি ত্রিজগতের সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়েও শ্মশানবাসী—যিনি অমৃতকে তুচ্ছ ক'রে ত্রিলোক রক্ষার জন্য কণ্ঠে বিষ ধারণ ক'রেছেন—যিনি ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ আশুতোষ—তাঁর সেবকের ঔদাসীন্য কি তোমার কাছে সম্ভব হয়? যত বিবেক বুদ্ধি কেবল তোমাদের সেই বৃন্দাবন-বিহারী ষোড়শ-শত গোপীবল্লভ ভোগবান শ্রীভগবান্ ঠাকুরের উপাসক দলের জন্য তোলা আছে—না?

বৈষ্ণব। ও ব্যঙ্গ ক'রো না। জটাধারী, ত্রিশূলধারী আর ভস্মধারী হ'য়ে, ভেক ধ'রে শ্মশানে থাক্‌লেই যে ভোগে বিরত বোঝায়, তা নয়। তোমাদের সেই দিগম্বর ঠাকুরটী যদি ভোগের আস্বাদ না জানবেন,তবে আমাদের প্রজাপতি দক্ষরাজার ত্রিলোক-সুন্দরী কন্যাটীকে বিবাহ ক'ল্লেন কেন? আর তাঁর উপাসক ব'লে, তুমি যদি ভোগের ব্যাপারে এতই বিরত—তবে ষেটের কোলে তোমার সাত আটটী ছেলে মেয়েই বা হ'লো কেমন ক'রে?

শৈব। রে হতভাগ্য গোমূর্খ! ক'য়ের আঁকড়ি বাঁয়ে দিলে কি হয় আজও জানিস্‌নে, শাস্ত্র বিচার ক'রতে আসিস্‌। কি কথায় কি আনে! "ধান ভাস্তে শিবের গীত।" রে মূর্খ! দারপরিগ্রহ ক'ল্লে ধর্ম্ম-বিগ্রহ কিসে হয় বল্ দেখি!

বৈষ্ণব। (অট্টহাস্যে) হাঃ, হাঃ, হাঃ, আঁতে ঘা লেগেছে, সাপের ল্যাজে পা পড়েছে, তাই এত গর্জ্জানি! ভণ্ড শৈব হ'য়ে বৈষ্ণবের সঙ্গে বাদ! বামন হ'য়ে চাঁদে হাত! আরে পাষণ্ড! দারপরিগ্রহ তো গৃহস্থের ধর্ম্ম—তাতো আমরাও বলি। যে ব্যক্তি দারপরিগ্রহ ক'রে গৃহস্থালী কল্লে,তার মুখে—(ভ্যাংচান স্বরে)— "সংসারেব অন্য তত্ত্ব কিছুই রাখিনা"—এ ভণ্ডামি সাজে না। দূর হোক্, অসাধু সঙ্গে আলাপ করাও দোষ। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ঐ যে সভাপাল আর নগরপাল মহাশয় এই দিকে আসছেন। দুটো ভদ্র আলাপ ক'রে বাঁচি। একটু পাশে দাঁড়াই—ওঁদের মুখে রাজবাড়ীর সকল কথাই জান্‌তে পারবো' খন।

সভাপাল ও নগরপালের প্রবেশ।

নগর। ভাল মহাশয়! রাজার আজ এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞার কারণ কি? শৈব সম্প্রদায় তো রাজার প্রাণতুল্য প্রিয় ছিল, তবে তাদেব প্রতি হঠাৎ এত জাত-ক্রোধ হ'য়ে উঠ্‌লেন কিসে? তাদের আবাল বৃদ্ধ সকলকেই নগব থেকে দূর ক'বে দিতে আদেশ হ'লো—কি আশ্চর্য্য!

শৈব। মহাশয়, নমস্কার। আপনি যা বল্লেন, তা কথনই হ'তে পারে না। আপনার ভুল হয়েছে—রাজা নিজে শৈব,শৈবদল তাঁর দ্বিতীয় প্রাণ—বিশেষ সেই দলের ঈশ্বরকে তিনি কন্যাদান ক'রেছেন। তিনি কথনও শৈব-দ্বেষী হ'তে পারেন না। বোধ হয়—বৈষ্ণব গুলোকে দূর কর্‌তে বলেছেন। আপনি এক শুনতে আব শুনে থাকবেন।

বৈষ্ণব। আরে মূর্খ! তাও কি কখনও হয়? রাজার ইঙ্গিতেই যারা রাজার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝতে পারেন, এমন রাজ-কর্ম্মচারীদের কি ভুল হ'তে পারে? যত গোঁড়া শৈবের অত্যন্ত স্পর্দ্ধা বেড়েছে তা কি রাজা দেখতে পাচ্ছেন না। তাদের রাজ্যে রাখ্‌লে পৃথিবী কি আর শস্য দেবে—না,মেঘ আর বর্ষণ ক'রবে? গাছের ফল—নদীর জল পর্য্যন্ত শুকিয়ে যাবে। অকাল মৃত্যুতে প্রজা সব নষ্ট হবে নানা অমঙ্গলের আশঙ্কা! তা ভালই হ'য়েছে—এতে সকলেই সন্তুষ্ট হবে। নগরপাল মশাই! এই ব্যক্তি একজন সর্ব্বনেশে শৈব—এরে দিয়েই রাজাজ্ঞা পালন আরম্ভ করুন না।

শৈব। আরে চুপ কর'। (নগরপালের প্রতি) আমি যা ব'লেছি, তাই নয়—মহাশয়?

নগর। তোমরা বৃথা কলহ ক'রছো কেন? দেবতা কি ভিন্ন? শোন—আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি।

গীত।

যিনি হরি তিনি হর, কেন হে ভেদ বিচার!
তিনি কালী তিনি দুর্গা, তিনি সর্ব্ব মূলাধার।

তিনি যে গো বিশ্বপতি, পুরুষ কভু প্রকৃতি,
স্বরূপ কে জানে তাঁর, অনন্ত মূরতি যাঁর?

লীলাময় লীলা কত, খেলিছেন অবিরত,
সাজি পিতা, দারা, সুত, পুতলি কভু মায়ার।

সৃজন, পালন, লয়, তাঁহারি ইচ্ছায় হয়,
মহিমা, শকতি, দয়া ব্যাপ্ত যাঁর চরাচর॥

সভা। ওহে! তোমরা বুঝলে তো? আর কলহ কেন? এখন স্থির হও—আমার এক কথায় সকলেরই উত্তর হবে। আমাদের মহারাজ ভৃগু-যজ্ঞে গিয়েছিলেন, তা'তো তোমরা সকলে জান?

সকলে। আজ্ঞা, হাঁ।

সভা। তিনি যখন সেই যজ্ঞের সভায় উপস্থিত হন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সেই সভায় ছিলেন। আমাদের প্রজাপতিকে দেখে, তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সকলেই উঠে দাঁড়ালেন এবং অভিবাদন ক'ল্লেন, কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর উঠেন নি—তাই শিবের উপর রাগ হ'য়েছে।

শৈব। কেন? কেন? তিনজন উঠলেন না,এক জনের উপরেই রাগ কেন?

সভা। আঃ! ভাবখানা বুঝলে না? ব্রহ্মা হলেন পিতা,—তিনি তো উঠবেনি না। বিষ্ণুর সঙ্গে বিশেষ কোনও বাধ্যবাধকতা নাই—রাগও নাই। কিন্তু শিব হ'লেন জামাতা—জামাতা হ'য়ে শ্বশুরের মর্য্যাদা রাখলেন না, বিশেষতঃ ত্রিজগতের লোকের সমক্ষে। তাই জামাতার উপর বিজাতীয় রাগ হ'য়েছে। এ রাগ তত ক্ষুদ্র নয়, এবার সর্ব্বদাহক দাবানল—এমন বোধ-শূন্য ক্রোধ কখনও দেখা যায়নি।

শৈব। বোধ-শূন্যই বটে—নৈলে শৈবদলে দ্বেষ!

সভা। শুধু তা হ'লেও বাঁচতেম!

সকলে। আবার কি?

সভা। আর যা,—তা ভয়ানক! একটী যজ্ঞানুষ্ঠান হ'চ্ছে, তাতে ত্রিভুবনের সকলেরই নিমন্ত্রণ হবে—কেবল শিবের নয়।

শৈব। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) কি সর্ব্বনাশ!—শিব! শিব! শিব।

নগর। বলেন কি? এতদূর হ'য়েছে!

সভা। এত দূর! বলেন—অপমানের শোধ লবো, বেটাকে ত্রিসংসারে একঘ'রে ক'রবো।

নগর। আপনারা কেন মানা ক'ল্লেন না?

সভা। মানা! আমরা সকলে কত নিষেধ ক'ল্লেম। মহর্ষিগণ, মন্ত্রীগণ, বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই কত বুঝালেন,কত যুক্তি দিলেন—তথাপি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তারই সূত্রপাত—এই শৈব নির্ব্বাসনের আজ্ঞা।

(নেপথ্যে গীত।)

ভবে কুহক জালের বড় ভয়!

ও ভাই! ঘাই-কাঁটা দাঁত আছে রে যার, তার কেবলি নয়।

ও ভাই! অগাধ জলে যে মাছ চলে, তার কি মরণ হয়?
পেলে চিংড়ী পুঁটী, মায়ার কাঁটী, অমনি বেঁধে লয়॥

ও ভাই! ভোগসাগরে, লোভের চারে, যার লোভানি হয়;
ও সে বঁড়শী ফোড়ে, বাঁধা পড়ে, নাকাল গাঁথা রয়॥

নগর। সেই শান্তে পাগ্‌লা আসছে।

সভা। শান্তে পাগ্‌লা কে?

নগর। দেবর্ষি নারদের ঢেঁকিরক্ষক বল্লেও হয়, শিষ্য বল্লেও হয়। সে যেন একটা পাগল।

সভা। না—না, অমন কথা ব'লো না। দেবর্ষি ক্রিয়াকাণ্ডের অতীত। স্বতঃসিদ্ধ পরম যোগী—এ ব্যক্তি যখন তাঁর সঙ্গ পেয়েছে তখন বাহ্য ক্ষিপ্ত হ'লে কি হয়, অন্তরে স্বস্থ আছে। যে গানটী গাইলে—কথা শাদা, ভাব শাদা নয়। এই যে, এ দিকেই আসছে।

নাচিতে ২ গাহিতে ২ শান্তিরামের প্রবেশ।

সকলে। ও ঠাকুর! নমস্কার।

শান্তি। নমস্কার কর তাঁরে,
যে আছে এই হৃদ্ মাঝারে।

সভা। তোমার হাতে ও কি, ঠাকুর?

শান্তি। রঙ্গিকা গঞ্জিকা ইনি,
হাতে স্বর্গ দেন যিনি।

সভা। তোমার গুরুঠাকুরটী এখন কোথায়?

শান্তি। ভাবের ঘোরে ভব ঘুরে,
এখন তিনি দক্ষপুরে!

সভা। ও ঠাকুর! দেবর্ষির সঙ্গে তোমার মিলন হ'লো কেমন ক'রে?

শান্তি। গাছ তলাতে একদিন ব'সে
গাঁজা ডলি ক'সে ক'সে।
নারদ ঠাকুর চ'লে যান,
বল্লেম ঠাকুর দাঁড়ান দাঁড়ান।

হুঁ—হুঁ—হুঁ—তা—না—না—আর তো ভয় করিনে।
আমি আঁধার পথে আর ঘুরিনে।

সভা। তুমি তাঁরে দাঁড়াতে বল্লে, তার পর ?

শান্তি। দয়াল ঠাকুর দয়া ক'রে
অম্নি এলেন কাছে স'রে।
আমি বল্লেম—মাথা খাও
কোথা যাবে ব'লে যাও।
তিনি বল্লেন গোলোক ধামে,
দেখ্‌তে যাব', রাধাশ্যামে।
আমি বল্লেম, হ'লো ভাল,
সেই বেটাকে এইটী ব'লো।
ভজন পূজন সাধন বিনা,
আমার গাঁজা ভিজবে কিনা।
শুনে ঠাকুর অবাক হ'লেন,
"তথাস্তু",—ব'লে চলে গেলেন।

(নৃত্য ও গীত)

সা—রি—গা—মা—পা—ধা—নি, আর তো ভয় করিনে।
যমের ধার তো আর ধারিনে।
তিড়িক্ তিড়িক্ তিড়িক্।
ভবের কি ভাই হিড়িক্ !

সভা। ও ঠাকুর ! আবার গান গাও যে। ফিরে এসে নারদ ঋষি তোমাকে কি বল্লেন ?

শান্তি। ফিরে এসে, বল্লেন হেসে,
শান্তিরাম তুই বগল বাজা।
গোলোকপতি বল্লেন আমায়,
গোলোকে তোর ভিজলো গাঁজা।
নেচে উঠে, কদম ফুটে,
অম্নি ছুটে লুটলেম পায়।

ঘুচলো ধাঁধা—জ্ঞানের বাধা
আর কি তখন থাক্‌তে পায়।
তালটী ঠুকে, বল্লেম রুকে—
"বুকে যখন জাগচে বেটা,
আমার গাঁজা না ভিজুলে,
বেটারে আর ডাকবে কেটা ?"
এই শাদা কথায়, মুনি আমায়,
তুষ্ট হ'য়ে কোলে নিলেন।
শিষ্য ব'লে, কর্ণ মূলে,
হরি মন্ত্র ফুঁকে দিলেন।

(নৃত্য ও গীত)

সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি, তিড়িক্ তিড়িক্ তিড়িক্,
ঘুচ্‌লো যমের হিড়িক্ রে ভাই! ঘুচ্‌লো যমের হিড়িক্।

নগর। কি আশ্চর্য্য! এই এক প্রকার পাগল।

(প্রস্থান)

সভা। ও তো নয়, আমরা বটে! ও সার বস্তুতে ব্যস্ত, আমরা অসারে ব্যস্ত—এই প্রভেদ! তা না হ'লেই বা দেবর্ষি ওকে শিষ্য ক'রবেন কেন?

নগর। দেবর্ষিকে ল'য়ে,—মহারাজ নাকি বিরলে কি মন্ত্রণা ক'রচেন?

সভা। মন্ত্রণা আর কি! শিবহীন যজ্ঞে শিব ব্যতীত ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ কর্‌বার ভার দিচ্ছেন।

শৈব। কি সর্ব্বনাশ! কালের কি ধর্ম্ম! রাজার যে এমন বিপরীত বুদ্ধি হবে—স্বপ্নের অগোচর! শুনে যে কানে হাত দিতে হয়। শিব! শিব! শিব!

বৈষ্ণব। নগরপাল মহাশয়! রাজাজ্ঞা পালনে তবে আর বিলম্ব কেন? এ'কে দিয়েই সূত্রপাত করুন না। না হয়—অনুমতি করুন, আমিই একে গলা ধাক্কা দিয়ে দূর ক'রে দি।

সভা। তুমি তো ভারি অভব্য লোক হ্যাঁ।

নগর। এখন তবে অনুমতি করুন, আমি নূতন আজ্ঞাটী প্রচলনের পন্থা দেখিগে। কষ্টদায়ক হলে'ও কর্ত্তব্য কাজ তো ক'রতে হবে।

সভা। হঁ:—তা তো ক'র্‌তেই হবে। তবে যত দূর শিষ্টাচারে পারা যায়।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দক্ষপুরী—মন্ত্রণা-গৃহ।

দক্ষ ও নারদ আসীন।

দক্ষ। আরে ভাই! তুমি না ব'ল্লে, সব আমি জানি। কিন্তু যে গুরু লঘু মানে না, তার আবার ধর্ম্ম কি? সে আবার দেবতা কি? তারে তো অসুর ব'ল্লেই হয়, তা'বে আবার আস্থা কি?

নারদ। তাও বটে! আপনি হ'লেন শ্বশুর—পিতৃপদ বাচ্য। "যস্য কন্যা বিবাহিতা"—কত বড় কথা। যার এ বোধ হ'লো না, তারে সমাজে রাখ্‌লে সমাজের অপমান বটে। তবে যে আমি নিষেধ ক'রছিলাম, তার কারণ—ভদ্দরলোক মাত্রেই বিবাদ মিটাবার চেষ্টা ক'রে থাকে। কিন্তু আপনার কথা শুনে, আমার আর সে মন নাই। "শুভস্য শীঘ্রং"। (স্বগত) উঃ কি দর্প! (প্রকাশ্যে) আর এতে সম্মতই বা না হবে কে?

দক্ষ। এই ভাই, এখন পথে এস! ভেবে দেখ' দিখি—এত অপমান কার প্রাণে সহ্য হয়?

গীত।

ধৈরয ধরি কেমনে?
বিষাদ ঘটনা হায়! কি লাঞ্ছনা, সতীর কারণে।
দেব-যজ্ঞ সভা স্থলে, আমি উপনীত হ'লে—
কি কারণে, বঞ্চিত সম্মানে॥

আরে অভাগিনী সতী! একি হ'লো তোর দুর্গতি,
শিব যে হইল পতি, মরি যে লজ্জায়।
শ্মশানে নিবাস যার, চিতা ভস্ম অলঙ্কার,
সে নিগ্রহ সহিব কেমনে?

নারদ। অসহ্য—নিতান্তই অসহ্য। রিপুপরবশ এই দেহ ধারণ ক'রে সকলেরই মান অপমান জ্ঞান সহজেই উদয় হয়। তাতে আপনি আবার প্রজাপতি। আপনার তো লৌকিক পদমর্য্যাদা না রাখ্‌লেই নয়। (স্বগত) পদরক্ষায় চতুষ্পদ না হ'লে বাঁচি।

দক্ষ। তা নৈলে ভাই! সাধে কি এই শিবহীন যজ্ঞে দীক্ষিত হ'য়েছি। মহিষী আমাকে নির্দ্দয়, স্নেহমমতা-শূন্য ব'লে তিরস্কার ক'রছেন, আর অন্নজল ত্যাগ ক'রে,—"হা সতী, যো সতী" ক'রছেন। কিন্তু আমার ভাই, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তুচ্ছ কন্যাবাৎসল্যে, আর স্ত্রীবাধ্যতার অনুরোধে কি পুরুষার্থ বর্জ্জন ক'রবো? কখনই না—কখনই না—তা তো কখনই হবে না।

নারদ। হাঁ! তাও কি হয়? আপনার মান আপনার ঠাঁই। রাজ-পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি নিজ পদ রক্ষায় যত্ন না করে—তবে তার সমূহ বিপদ। ক্ষমাতে কি ক্ষমতা রয়? (স্বগত) ক্ষমতার মধ্যে মত্ততা! তাও আর অধিক দিন নয়—কাজ এগিয়েছে।

দক্ষ। শেষে কি ব'ল্লে ভাই, শুনতে পেলুম না।

নারদ। না—ঐ কথাই বল্‌ছি। আপনি ক্ষত্রিয় না হ'য়েও যখন ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ভাব পেয়েছেন, তখন তেজঃ প্রকাশ ভিন্ন ক্ষমা আপনার শ্রেয়ঃ নয়।

দক্ষ। তবে ভাই, যাও। সেই ভণ্ড যোগী ভূতুড়ে বেটার সম্পর্ক ছাড়া, ত্রিলোকে আর সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো গে।

নারদ। তাঁর সম্পর্ক তো সব ঘরে—শিবপূজা না ক'রে বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী কেউ যে জল গ্রহণ করে না—তার উপায় কি? (দক্ষকে চিন্তিত দেখিয়া)—(স্বগত) এই বার দাদা ফাঁপরে প'ড়েছেন। তা নাচালেম তো ভাল ক'রেই নাচাই! (প্রকাশ্যে) দাদা মশাই! আর এক কর্ম্ম ক'ল্লে হয় না? এখন শৈব, শক্তি, বৈষ্ণব, ভাক্ত কিছুই বেছে কাজ নেই। কৈলাস ব্যতীত আর সব স্থানে নিমন্ত্রণ করা যাক্। যখন সকলে সভাস্থ হবে, তখন সকলকে ব'লে দেওয়া যাবে, যে আজ অবধি আর কেউ তমোগুণান্বিত হরপূজা কর্‌তে পার্‌বে না। তাতে যদি কেউ অন্য মত করে, তখন তার শাস্তির উপায় ক'রবেন। এইরূপ হ'লেই হবে না?

দক্ষ। ভাই, মন্ত্রণাতে স্বয়ং বৃহস্পতি তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে ধন্য

হ'তে পারেন। এই প্রস্তাবই গ্রাহ্য। সেই সমবেত সকলের সম্মুখে আমি এম্নি অদ্ভুত তপঃ-প্রভাব, আর ব্রহ্মণ্যতেজ দেখাব যে সকলে তটস্থ হ'য়ে, আমার মতস্থ হ'তে আর পথ পাবে না।

নারদ। তবে যে সব শৈব প্রজাকে নগর হ'তে দূর করতে আদেশ দিয়েছেন, অন্ততঃ সেই দিন পর্য্যন্ত তাদের ক্ষমা করুন।

দক্ষ। তাই কর্ত্তব্য। আমি এখনই তাদের নির্ব্বাসন কাণ্ড রহিত ক'রে দিচ্ছি। (নেপথ্যে অলঙ্কারের শব্দ) ঐ শোন ভাই, ওই কঙ্কণ ঝঙ্কার! আমার কাণে যেন ধনুষ্টঙ্কার বোধ হচ্ছে। রাজ্ঞী আবার আমায় জ্বালাতে আস্ছেন। আমি ভাই! নারীলোকের বাক্যবাণ, আর তাদের রোদন-ধ্বনিকে যত ভয় করি, ত্রিলোকের শত শত মহা বীরের সিংহনাদকে তত ভয় করি না। তুমি ভাই, আমাকে রক্ষা কর—যা হয় ব'লে ক'য়ে শান্ত ক'রে যাও। আমি বিরক্ত হ'য়েছি।

প্রসূতী ও সনকার প্রবেশ।

প্রসূতী। কিসে বিরক্ত মহারাজ?

দক্ষ। কিসেই বা নয়? আপাততঃ তোমার এই এলোকেশ আর মলিন বেশ দেখে।

প্রসূতী। এর কারণ কি তুমি জান না?

দক্ষ। জানি। কিন্তু অলঙ্কার-ত্যাগ অতি অলক্ষণ, অতি অলক্ষণ, অতি অলক্ষণ!

প্রসূতী। আমার আবার লক্ষণালক্ষণ কি! যাদের জন্য লক্ষণ, তাদের সার বস্তুটীতে যখন বঞ্চিত হ'লেম, তখন কি তোমার আর আমার জন্য লক্ষণ, মান্তে হবে?

দক্ষ। তা ব'লে তোমার সেই কন্যারত্নটীর জন্য, আমার মান্য-বস্তুটী কি ছুড়ে ফেল্তে হবে?

(নারদের প্রতি দৃষ্টি)

প্রসূতী। সে বস্তু কি কেবল আমারই—তোমার কি নয়? তুমি যদি গর্ভে ধ'রতে তা হলে জানতে, "মা" হওয়ার কি জ্বালা?

দক্ষ। তুমিও যদি পিতা হ'তে, তবে জানতে, অপমানিত শ্বশুর হওয়ার কি জ্বালা! (নারদের মুখপানে দৃষ্টি)

নারদ। (স্বগত) নারদ! নারদ! নারদ! (প্রকাশ্যে) বটেই তো।

প্রসূতী। মহারাজ! ও কথা ব'লো না! শিব তোমার কি অপমান ক'রেছে? উঠে দাঁড়ায় নি—এই বৈ তা নয়। জামাই আর পুত্রে কি ভিন্ন? তা ভেবেও তো ভুলে যেতে হয়। তায় আবার বাছা আমার ভোলানাথ—ভাংটুকু ধুতরোটুকু খায়। সদাই চোখ বুজে থাকে. হয় তো সে জন্য উঠতে পারে নি। এতেই তোমার এত অপমান হ'লো?

দক্ষ। আহা! বাছা তোমাব কি মর্ত্ত্য শিশু—কিছুই জানেন না। ভূতের সঙ্গে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ঘুরে বেড়াবার সময় তো দিব্য পা হয়, তখন ভাং ধুতরোর নেশা থাকে না। কেবল সভার মাঝে গুরুলোকের সম্মানেব জন্য একবার উঠতেই নেশা ছুটলো না, পা ও উঠলো না! কি আশ্চর্য্য! তার জন্য আবাব অনুরোধ—তাব প্রতি আবার স্নেহ! একেই বলে—"স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

প্রসূতী। তুমি অতি নির্দ্দয়! তোমাব প্রাণ নিতান্ত পাষাণ, তাই সতীর জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে না। তোমার অনেক মেয়ে আছে—কিন্তু বল দেখি রূপে গুণে ত্রিভুবনে এমন সোণার মেয়ে কি কখন' চোখে দেখেছ? অতি বড় শত্রু—অতি বড় রাগী—যার মুখ দেখ্‌লেই সব ভুলে যায়, তুমি তার জনক হ'য়ে, কেমন ক'রে তার উপর এত রাগ দেখাচ্ছ, তাই ভেবে আমি পাগল হ'লেম। সতীব পতিভক্তি আর কৈলাসের গৃহস্থালী দেখে ত্রিভবনে ধন্যি ধন্যি হ'য়েছে। হায়! মহারাজ, এমন মেয়ে পেয়েও কি এক তিল দয়া মায়া হয় না? মায়া দূরে থাক, সেই মেয়েকে পরিত্যাগ! ওমা—আমি যাব কোথা? প্রাণ আর এক নিমিষের জন্য রাখতে ইচ্ছা করে না।

দক্ষ। আঃ! মিছে জ্বালাতন কর কেন? কে তোমার মেয়েকে ত্যাগ ক'রতে ব'লচে? যারে ত্যাগ করবার, তারেই আমি ত্যাগ ক'রছি।

প্রসূতী। মহারাজ! তুমি কি আমায় বোকা বুঝাচ্চো? মেয়েকে ত্যাগ ক'রবে না, জামাইকে ত্যাগ করবে? ঝি জামাই কি ভিন্ন? তোমায় যদি কেউ অপমান করে আমি কি তার বাড়ী যেতে পারি? তায় আমার সতী আবার তেমন মেয়ে নয়—বরং সে আপনার প্রাণ দিতে পারে, তবু তার পতির অপমান সহিতে পারেনা।

দক্ষ। হ্যাঁ! কাল্‌কের মেয়ে, তার আবার এত বোধাবোধ।

সনকা। (প্রসূতীর প্রতি) মা! আর কেন? তুমি কি মহারাজকে চেন না? উনি জেনেও জান্‌বেন না—কারও কথায় কাণ দেবেন না। চল, আমরা এখান হ'তে যাই।

প্রসূতী। 'আর কার কাছে যাব—কোথায় যাব মা? যার বাড়া নেই—স্বামী। সেই স্বামী যদি মনের দুঃখ না বুঝলেন—সেই স্বামী যদি মর্ম্ম পোড়ায় পোড়ালেন তবে আর কার কাছে গিয়ে কাঁদি? হা সতী! কোথায় রৈলি? হা, দুঃখিনীর ধন! প্রসূতীর জীবন! একবার আয় মা, তোরে কোলে ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল করি। হায়! আমার পাগল জামাই—যতবার আন্‌তে পাঠাই, পাঠান না। ভাবলেম, এবার এ যজ্ঞের উৎসবে না পাঠায়ে থাক্‌তে পারবেন না। বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধলেন। আমি নিতান্ত অভাগিনী, তাই রাজরাণী হ'য়েও নির্দ্দয় পতির হাতে প'ড়ে, সাধ আহ্লাদ কিছুই ক'রতে পেলেম না।

গীত।

মম সাধ মনে মম, জনমে রহিয়ে গেল।
আশার কাননে জ্বলে, নিরাশার দাবানল॥

রাখি চির অমানিশি, অস্ত যাবে সতী শশী,
কেমনে সে দুঃখ-রাশি, স'বে দাসী অবিরল।

কি নিষ্ঠুর নৃপমণি—ত্যজিলে প্রাণ ঈশানী।
জন্মের মত অভাগিনী, আজি হ'তে বিদায় হ'লো॥

প্রসূতী। হায়! যে মানুষের আপনার সন্তানের উপর টান নেই—যে মানুষ কেবল "মান", "মান" ক'রে গর্ব্বেই মত্ত—বিধি সে মানুষকে এমন সন্তান নিধি কেন দিয়েছিলে? যিনি আপনার জনকে তুষ্‌তে জানেন না, তিনি আবার যজ্ঞ ক'রে ত্রিভুবনের লোককে তুষ্ট ক'রবেন। যাঁর ঘরে নিরুৎসব, তাঁর আবার উৎসব—তাঁর আবার যাগ! মহারাজ! আমি তোমার পায়ে ধরে মিনতি ক'রছি, আমার সতীকে এনে দাও। নৈলে তোমার যজ্ঞ পণ্ড ক'রবো, ঘর ছেড়ে বনে যাব, আত্মহত্যা ক'রবো।

দক্ষ। (নারদের প্রতি) ভাই নারদ! আমি এ সব কান্না কাটুনা সহিতে পারি না, আমি এখান হ'তে চ'ল্লেম। তুমি যা হয় বুঝিয়ে স্থঝিয়ে শান্ত ক'রে এস।

(প্রস্থান।)

প্রসূতী। দেবর! তুমি এসেছ শুনেই আমি এখানে এলেম। এ যে কি কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনে। কৈ, তুমি তো কিছুই বল্লে না।

নারদ। ও মা! আমি বিস্তর ব'লেছি। কাণ্ড বড় ভাল নয়। উনি তো কারও কথা শুন্‌বেন না, কি ব'লবো বল। যেটী ধ'রবেন, সেইটীই ক'রবেন।

প্রসূতী। তবে আমার সতীকে পাবার কি করি? নারদ! এখন উপায় কি?

নারদ। তাই তো—বিষম সঙ্কট! কৈলাসে যেতেই তো মানা।

প্রসূতী। না—তা হবে না। কৈলাসে তোমায় যেতেই হবে। আমার সতীকে আন্‌তেই হবে। আমার মাথার দিব্য—এ কাজ তোমায় ক'রতেই হবে।

নারদ। আঃ রামঃ! মাথার দিব্য কেন? আপনি অমনি আজ্ঞা ক'রলেই যথেষ্ট। তবে কি জানেন—যদি রাগ করেন।

প্রসূতী। কিসের রাগ? রাগ করেন—আপনার রাগ, আর আপনার যাগ নিয়ে আপনি থাক্‌বেন।

সনকা। মা! বুঝে ব্যবস্থা কর! শেষে যেন বিপদ ঘটে না।

প্রসূতী। বিপদ তো হ'য়েছেই। এর চেয়ে বিপদ আর কি হবে? (নারদের প্রতি) যা থাকে কপালে, আমার সতীকে তোমায় এনে দিতেই হবে। ওঁর রাগের ভয় কিছু মাত্র ক'রো না।

নারদ। না মা! আপনি যখন অনুমতি ক'রেছেন, তখন "অন্য পরে কা কথা"! না হয়—গোপনে গিয়ে সংবাদটাও দিয়ে আসবো!

প্রসূতী। নারদ! তুমি দেবর—পেটের সন্তানের তুল্য। আমায় তুমি রক্ষা কর—আশীর্ব্বাদ করি আমার মাথার যত চুল, তোমার তত পরমায়ু হোক্।

নারদ। (হাস্য করিয়া) আয়ু তারও অধিক হ'য়েছে, তায় আর কাজ নেই। আশীর্ব্বাদ করুন—ধর্ম্মে মতি থাকুক্।

প্রসূতী। তোমার পুণ্যফল শতগুণ বৃদ্ধি হোক্। আমায় সতী-ধন ভিক্ষা দাও, তাকে এনে দাও। অধিক আর কি ব'লবো।

নারদ। নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার সতী আস্‌বেনই আসবেন। আর রোদন ক'রবেন না। আমি এখন বিদায় হই। প্রণাম।

 (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত।

মহাদেব ধ্যানস্থ ও নন্দী দূরে দণ্ডায়মান।

নারদ ও শান্তিরামের প্রবেশ।

নারদ। দেখ' শান্তিরাম! এই কৈলাস পর্ব্বত। এমন শান্তরসাস্পদ রমণীয় স্থান আর পাবে না। এখানে এলে ভয়, ভক্তি, প্রেম, বিস্ময়, উল্লাস—এই পঞ্চ ভাবের উদয় হয়।

গীত।

নয়ন জুড়াল হেরে, আজি এ কৈলাস ভবন।
নাহিক এ শান্তিরাজ্যে অশান্তির সংঘটন ॥

হিংসা দ্বেষ পরিহরি, হরিণ সনে খেলে হরি,
নকুল ফণীকে ধরি, না করে কভু হনন।

শান্তিময় তপোবনে, শান্তি-রসামৃত পানে
পশু পক্ষী হৃষ্টমনে, করে সদা বিচরণ।

সুপবিত্র শান্তিসুধা, নাশ করে ভব-ক্ষুধা,
পাপ তাপ নাহি হেথা, সব শান্তি নিকেতন ॥

শান্তি। কৈ ঠাকুর কৈ ভয় কৈ!
বাঘে ষাঁড়ে খেল্‌ছে ঐ।

নারদ। তাতে সম্পূর্ণ নির্ভয়। সেটী বরং প্রেম ও বিস্ময়ের বিষয়। আশু-তোষের এমনি প্রভাব, আর নন্দীর এমনি শাসন, যে সিংহ মৃগ, সর্প নকুল, গো ব্যাঘ্র সকলে স্বচ্ছন্দে একত্র খেলা করে—এর চেয়ে আর বিস্ময় কি? আর—হিংসকে হিংসিতে এমন সখ্যভাব, তার চেয়ে আর প্রেম ভাব কি? ভয়ের

কারণ—কিছু পরে দেখতে পাবে। ভৈরব ভৈরবী, পিশাচ পিশাচী, তাল বেতাল ভুত প্রেতদের হাস্য কৌতুক।—তা দেখ্‌লে ইন্দ্রদেবেরও ভয় হয়, "অন্য পরে কা কথা"।

শান্তি। পঞ্চ ভাবের হ'লো তিন।
বাকি দুটী মিলিয়ে দিন।

নারদ। ঐ দেখ শান্তিরাম! স্বয়ং যোগীশ্বর যোগাসনে ব'সে মহাযোগ সাধন ক'রছেন। পাছে ভূতগণ ধ্যানের কোন রূপ ব্যাঘাত জন্মায়, এজন্য নন্দীকেশ্বর ত্রিশূল হস্তে বিল্বকুঞ্জের দ্বারে দণ্ডায়মান। নিজ মুখে অঙ্গুলি দিয়ে সঙ্কেতে তাদের নিবারণ ক'রছেন। বিশাল কৈলাস পর্ব্বত, অসংখ্য জীব জন্তুতে পরিপূর্ণ হ'য়েও কেমন নিস্তব্ধ ভাবে রয়েছে। বিশ্বনাথ ব্যাঘ্র চর্ম্মাসনে ব'সে, অর্দ্ধনেত্রে চেয়ে আছেন। তারা স্থির—ভ্রূক্ষেপও নাই। জটাজাল সর্পবন্ধনে বদ্ধ। অক্ষমালা দ্বিগুণ ভাবে কর্ণে লম্বিত, আর অস্থিমালার সঙ্গে কণ্ঠে বেষ্টিত—তাতে কি অলৌকিক শোভা! প্রাণাদি বায়ুরোধ করাতে একেবারে নিষ্কম্প, নিবাত, নিস্পন্দ দীপ শিখার ন্যায় স্থির। এ দেখেও কি তোমার ভক্তির উদয় হ'চ্ছে না? দক্ষ প্রজাপতি যদি এখন একবার এসে এ ভাব দেখে যান, তিনিও ভক্তিরসে গ'লে যাবেন—আর তাঁর শিবহীন যজ্ঞ করবাব প্রবৃত্তি থাক্‌বে না।

শান্তি। রও ঠাকুর, রও, গণে দেখি,
ক'টা হ'লো, ক'টা বাকি।
"ভয়" ব'লেছ ভুতেব পাকে!
"ভক্তি"—ভূতের ঠাকুর দেখে।
খাদ্য খাদক মিলে রয়,
তাইতে হ'লো "প্রেম বিস্ময়"।
এক দুই তিন চার—
ব'লতে বাকি একটী আব।
কোনটী, কোনটী? সেইটী বটে,
যেটীতে গা উল্‌সে উঠে।

কও ঠাকুর কও, এ কৈলাসে,
কিসে বা ভাস উল্লাসে ?

নারদ। উল্লাসের কারণ—শোভা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ! এ পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্ব মনোহর স্থান, কল্পনায় কি—স্বপ্নেও দেখা যায় না। এখানে চির বসন্ত বিরাজ মান। বনের মাঝে মাঝে যক্ষরক্ষদের রম্য উপবন। দেব-কন্যা আর অপ্সরা দের বিহার সরোবর। আবার ভগবতীর লীলাকুঞ্জগুলির কি মনোহর দৃশ্য ! শোন, ঐ জলবিহারিণী অপ্সরাগণ কেমন সুমধুর গান ক'রছে, এতেও কি উল্লাসের অভাব ?

শান্তি। ঐ যারা ঐ জলে উলে
খেলা ক'রছে কমল তুলে ?

নারদ। হ্যাঁ শান্তিরাম, ওরাই অপ্সরা। এখন স্থির হও—গান শোন।

নেপথ্যে—গীত।

নলিনি লো ! এ তো নহে পিরীতি বিধান !
নহে পিরীতি বিধান—কভু নহে পিরীতি বিধান !
ভুলাইয়ে নিজ পতি, পরেরি সম্মান—রাখ পরেরি সম্মান।

গগনে তপন বঁধু, হেসে তারে তোষ শুধু
তব মুখ-মধু—কিন্তু তব মুখ-মধু, মধুকরে দান—
কর মধুকরে দান !

সতীরাজ্যে বাস কর, অসতীর রীতি ধর,
তোরে স্থানান্তর—তাই তোরে স্থানান্তর—করি অপমান
ওলো করি অপমান।

ঘুচাতে কলঙ্ক তব, পুজিব ভবানী ভব
মিলি সখি সব—আজ মিলি সখি সব—করিব প্রদান
পদে করিব প্রদান।

শান্তি। গান শুনে গা চমকে ওঠে,
ভাবের কদম আপনি ফোটে।
গান শুনে গান, আসছে ঠোঁটে,
পাগলের জিভ্ আপনি ছোটে;

গীত।

ঘর দেখ্‌তে কাণা তুমি, পর দেখতে খোল' আঁখি দুটো।
পরের দোষ আকাশ জোড়া, আপনার দোষ ছোট।
কালী দিয়ে আপনার কুলে, অসতী কও পদ্ম-ফুলে,
মরি হায় রে হায়।
চালুনী বলেন্—ধুচুনি ভাই তুই বড় ফুটো।

নারদ। বেশ গেয়েছ শান্তিরাম। এখন চল, এই বীণা-যন্ত্রের সঙ্গে শিবগুণ গাইতে গাইতে, কৈলাসনাথকে দেখে কৃতার্থ হই।

শান্তি। তাঁর কাছেতে যাব যখন
ব'লে দাও কি ক'রবো তখন।

নারদ। গিয়ে, প্রণাম ক'রে এক পাশে, স্থির হয়ে দাঁড়াবে। কোন কথা ক'য়ো না।

শান্তি। আর যা বলুন ক'রতে পারি,
মুখ বোজার দুখ সইতে নারি।

নারদ। না—শান্তিরাম, তা হবে না। তুমি পাগল, কি ব'লতে কি ব'লবে। শুনে, হয় তো তিনি রাগ ক'রবেন।

শান্তি। এই তো ঠাকুর, কাজের বেলা,
কথায় কাজে হয় না মেলা।
কাল ব'লেছ — "পঞ্চানন,
পাগল পেলে তুষ্ট হন্।"

সেই সাহসে যাচ্ছি কখে।
এখন ধোকা—লাগাও বুকে।

নারদ। (সহাস্যে) না শান্তিরাম, কোনও চিন্তা নাই। যিনি ভোলানাথ, নিজে পাগল—তিনি কি তোমার মত পাগল পেলে রুষ্ট হন।

শান্তি। রুষ্ট তুষ্ট আর বুঝিনে—
তাগ্ পেয়েছি লাগ ছাড়িনে।
ঠাকুর পাগল, ভক্ত পাগল,
ভ'জবো চরণ বাজিয়ে বগল।
ভবের ভাবে গাব' গান,
নাচবো কাছে মজিয়ে প্রাণ।
বাজিয়ে গাল দিব তাল,
খ'সে প'ড়বে বাঘের ছাল।
তাতেও ফিরে নাহি চান,
জটা ধ'রে মারবো টান।

নেপথ্যে—বীণা সংযোগে গীত।

নারদ। জয় হর শশিশেখর।
জয় যোগীশ্বর, ত্রিপুর তমুহর, সর্ব্বগুণাকর, স্বয়ম্ভু শঙ্কর।
ব্যাঘ্র চর্ম্মাসন সুবেশকারী,
বৃষেশ-বাহন পিনাকধারী,
পিশাচ-মণ্ডিত শশ্মানচারী,
ভূতি-বিভূষিত সতীশ সুন্দর।
ব্যোমকেশ শিরে পাবনবারি,
কৈলাস-কানন-শৈল-বিহারী,
তুমি আশুতোষ কলুষহারী,
তুমি বারাণসী-সরসী ভাস্কর।

শিব সমক্ষে নারদ ও শান্তিরাম দণ্ডায়মান।

স্তব।

জয় ভবেশ ভৈরব ভবাব্ধ-বান্ধব,
ভয়ার্ত্ত-রৈরব-ভীতি-হর।
জয় ভবাব্ধি ভেলক, ভুব্যাদি পালক,
সর্ব্বভূতাত্মক, ভূতেশ্বর।
জয় সর্ব্ববিধায়ক, সর্ব্বসুরক্ষক,
সর্ব্বসংহারক, শুভঙ্কর।
জয় যোগী-জনার্চ্চিত, জগজ্জনাশ্রিত,
আত্ম-যোগান্বিত, যোগীশ্বর।
জয় জটাজুটাবৃত, জহ্নু কন্যা-ধৃত—
পূত নীরামৃত গঙ্গাধর।
জয় পিনাক-সায়ক ত্রিশূল-ধারক,
শশাঙ্ক-ভালক, দিগম্বর।
জয় শ্মশান-গৌরবে পিশাচ-তাণ্ডবে
কবন্ধ-উৎসবে মহোৎসাহী।
জয় শান্তরসাস্পদ পাদ-শতচ্ছদ,
ধ্যায়তি নারদ—পরিত্রাহি॥

শিব। (চক্ষু চাহিয়া) কেও নারদ? এস, এস ব'সো।

(শান্তিরামের প্রতি দৃষ্টি।)

নারদ। (করযোড়ে) এঁর নাম শান্তিরাম। নিষ্ক্রিয় ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, প্রলাপী শৈব, দরিদ্র সেবক। প্রভো! এমন সঙ্গীলাভে কে না ধন্য হয়।

শিব। তোমার যদৃচ্ছা। এক্ষণে সংবাদ কি?

নারদ। প্রভুর আশীর্ব্বাদে এক্ষণে অমরাবতী, সৌরলোক, চন্দ্রলোক, গোলোক প্রভৃতি সবই শান্তিময়। শিবলোকের সব মঙ্গল তো?

শিব। (হাস্য করিয়া) ভিক্ষাজীবির আবার মঙ্গলামঙ্গল কি?

শান্তি। আছে, আছে, আছে।

নৈলে কেন নন্দী আমায়, আস্‌তে দেয় না কাছে?

শিব। ও কি বলে?

নারদ। আস্‌বার সময় নন্দী ওরে বাধা দিয়েছিল, আমার অনুরোধে শেষে ছেড়ে দিলে!

শিব। শান্তিরাম কি ক্ষিপ্ত?

নারদ। নির্লিপ্ত বটে।

শান্তি। ক্ষিপ্ত লিপ্ত বুঝিনে।

গুপ্ত আছে হৃদ্‌মাঝারে, তারে আমি ছাড়িনে।

হায় কি কপাল, হায় কি কপাল্!

ভবের কর্ত্তা এমন দয়াল!

(নাচিতে নাচিতে।)

শান্তিরাম তুই রাজার রাজা!

নেচে উঠে বগল বাজা।

শিব। শান্তিরাম! তুমি কি চাও? যা চাবে, তাই পাবে।

শান্তি। আর কি চাব, আর কি পাব? চাবার পাবার কিছুই নাই।

একটী কেবল চাবার আছে, সেইটী সেইটী সেইটী চাই।

শিব। সেটী কি? বল।

শান্তি। ভজন পূজন সাধন বিনা

আমার গাঁজা ভিজ্‌বে কিনা?

শিব। তথাস্তু!

শান্তি। (নাচিতে ২) শান্তিরাম! তুই হ'লি রাজা।

শুভক্ষণে ধ'রলি গাঁজা।

গাঁজার গুণে ঘুচলো সাজা।

বম্ ববম্ দুগাল বাজা।
গোলোকে ভিজেছে গাঁজা,
কৈলাসে তোর ভিজলো গাঁজা!
যমরাজাকে দেখা মজা!
ঝট্ পটাপট্ বগল্ বাজা!

নারদ। এই তো সঙ্গত। আশুতোষ নামের সাফল্য আর ভক্ত-বাৎসল্য দেখে আজ জীবন সার্থক হ'লো। প্রভো! এখন অনুমতি হয় তো বিদায়।

শিব। কেন নারদ, এত ত্রস্ত যে?

নারদ। আজ্ঞে, বস্‌বার অবকাশ নাই! ত্রিভুবন পর্য্যটন ক'রতে হবে!

শিব! কি সূত্রে?

নারদ। মহাযজ্ঞ! (স্বগত) এ্যাঁ, কি ক'রলেম্! যা ব'লবোনা, তাই ব'লে ফেল্‌লাম। (প্রকাশ্যে) জানেন তো, আমার দশাই ঘুরে বেড়ানো।

শিব। (সহাস্যে) মহা যজ্ঞ! মহা নিমন্ত্রণ! মহা ব্যস্ত! কাণ্ডটা কি? নারদ! তবে কি কৈলাস ত্রিভুবনের মধ্যে নয়?

নারদ। প্রভু তো ত্রিভুবনের অতীত।

শিব। প্রভু অতীত বটে, কৈলাসনাথ তো নয়। ঐশ্বর্য্যভাগে বটে,—যজ্ঞভাগে তো নই।

নারদ। স্থলবিশেষে যজ্ঞেও অতীত হন।

শিব। তবে অতীত নয়, "বঞ্চিত"—বল। তাও, অদ্যাপি হয় নাই। যদি হয় তো এই প্রথম। কিন্তু এমন স্থলই বা কোথায়? আর এমন সাহসিক যাজ্ঞিকই বা সহসা কে হ'য়ে উঠলো?

নারদ। যার চারি পাদ পূর্ণ—যার "অহং" জ্ঞান দুরাকাঙ্খায় পূর্ণ হ'য়েছে।

শিব। তার যজ্ঞে নারদ ব্রতী? অসম্ভব!

নারদ। দর্পহারীর নিয়োগ। প্রয়োজন—দর্প চূর্ণ।

শিব। (সহাস্যে) ব্যক্তি কে হে? কারণই বা কি?

নারদ। ব্যক্তি—ভায়া! কারণ—ভৃগু যজ্ঞ!

শিব। (গম্ভীর ভাবে) সতীর জন্যই চিন্তা।

নারদ। (হাস্য করিয়া) সংসারী হ'লেই নিশ্চিন্ত হবার যো নাই, তা তো পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম। তখন বল্লেন—তাতে দুঃখও আছে, সুখও আছে। এখন সুখ দেখুন।

শিব। তা চিন্তাই বা কি? সতী একথা না শুনলেই হ'লো।

নারদ। ইচ্ছা পূর্ব্বক কে আর ফণীর মুখে হাত দেয়?

শিব! যে বক্তা, তারেই ভয়!

নারদ। ভয় ক'ল্লেই ভয়।

শিব। সে কি? তবে ভয় আছে নাকি?

গীত।

শুন ওহে তপোধন! রাখ মম বচনে।
সতী যেন এ বারতা, নাহি শুনে শ্রবণে॥

শিব-হীন যজ্ঞ কথা, শুনে প্রাণে পাবে ব্যথা,
যজ্ঞ হবে সব পণ্ড, বুঝিতেছি নিজ মনে॥

সতীর অন্তর জানি, সে মোর অভিমানিনী,
মম প্রতি অবিচার সহিবে কেমনে?

হারাইব সতী ধনে, এ হেন হ'তেছে মনে,
বাঁচিব কেমনে বল, সে সতীর বিহনে॥

নারদ! (শান্তিরামের প্রতি) শান্তিরাম! কথা কওনা যে? দেখ', যিনি মৃত্যুঞ্জয়—তিনিও ভয় পান।

শান্তি। ভয়, ভয়, ভয়, কারো কাছে নয়।
ভক্তের কাছে ভয়,—পাছে রুষ্ট হয়।
ভয়, ভয়, ভয়, আর কারোকে নয়।
ভাবুক জনকে ভয়,—পাছে শক্ত কয়।

ভয়, ভয়, ভয়, আর কা'রোকে নয়।
আবদেবেকে ভয়,—পাছে কেড়ে লয়।

(নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।)

নারদ। ওহে শান্তিরাম! অপেক্ষা কর, আমিও যাই।

শিব। যা ব'ল্লেম, স্মরণ রেখো।

নারদ। মরণ না হ'লে কি স্মরণ যাবে?

(প্রণামান্তে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—কৈলাস পুরী।

সতী, জয়া, বিজয়া আসীনা।

সতী। বিজয়া! তুই মালা রেখে যা বাছা। ভস্মগুলি চাপ ভেঙ্গে ভাল ক'রে পিষে, রুলি বিভূতি এক ঠাঁই ক'রে রাখ্‌গে।

জয়া। আর সিদ্ধিগুলি ধুয়ে সেই শ্বেতকুণ্ডে ভিজিয়ে রাখিস। আমরা মালা গেঁথে বেলপাতা বাছি।

নেপথ্যে—গীত।

সতী কোথা গো মা?

হর-মনোরমা, ভীমা, নিরুপমা, কৈলাস-চন্দ্রমা, ভুবনমোহিনি!

বিরিঞ্চি কুল-নন্দিনী, বিরিঞ্চি-বন্দিনি!
পূজিতা সুরে, সদাশিব-পুরে, সদা মঙ্গলরূপিণি! ১।

সুশীলা, সরলা বালা, লীলা-প্রমোদিনি!
শঙ্করী গৌরী, সতী-কুলেশ্বরী, নামেতে ধন্য ধরণী! ২।

বিজয়া। নারদ ঋষি আস্‌ছে মা। বলেন তো, ক্ষণেককাল তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে যাই।

সতী। আচ্ছা, তবে ক্ষণেক থাক'।

নারদ ও শান্তিরামের প্রবেশ।

নারদ। আহা! কৈলাসে এসে এ পাদপদ্ম না দেখে গেলে কি রক্ষা থাকৃতো? ধড়্‌ ফড়্‌ ক'রেই মরে যেতুম।

সতী। কেন? আস্‌তে বারণ করে কে?

নারদ। পিতৃব্য ঠাকুর—আর কে?

সতী। কেন?

নারদ। সে অনেক কথার কথা। তা পরে ব'লছি। এখন খাবার কিছু থাকে তো, দাও মা।

সতী। না ব'ল্লে—বাছা পাবে না।

নারদ। হ্যাঁ গা মা! মার মুখে কি অমন কথা সাজে গা? ছেলে কিছু খেতে চাইলে, মা আগে দেয়। তার পর যা বল্‌বার তা বলে, যা শোন্‌বার তা শোনে।

সতী। (বিজয়ার প্রতি) তুমি গিয়ে পাগ্‌লা ছেলের জন্যে কিছু ফল মূল ল'যে এস।

(বিজয়ার প্রস্থান।)

(শান্তিরামকে লক্ষ্য করিয়া) এটী কে?

নারদ। এটী মায়ের সন্তানের সন্তান!

জয়া। তোমার সন্তান! আইবুড়োর ছেলে!

নারদ। ওরে জয়ি! তুই কি বুঝ্‌বি? মা বুঝেছেন, আমি বুঝেছি, আর শান্তিরাম বুঝেছে। কেমন শান্তিরাম!—কথা ক'ও না যে?

শান্তি। রসনা! তোর আড় ভাঙ্গিনি?
গুরুর আজ্ঞা তাও শুনিস্‌ নি?
ওঠ্‌না নেচে ফোট্‌না খই,
মনের কথা আয়্‌না কই!
যারে ডাকিস্‌ সেই না অই?
এখন চিন্তে পারিস্‌ কই?
বল্‌না তোর যা বল্‌তে আছে,
ব'লবি গে আর কার কাছে?
ম'রে পাবি ভেবেছিলি,
জীয়ন্তে আজ্‌ এই যে পেলি।

সতী। (সহাস্যে) শান্তিরাম! আজ অবধি কৈলাসধাম তোমার বিশ্রাম-স্থান হ'লো।

(নৃত্য করিতে করিতে)

শান্তি। হায় কি কপাল! হায় কি কপাল!
বাপ্ চেয়ে মা এমন দয়াল!
বাপের কাছে চেয়ে পাই,
না চাইতে, মা দিলেন ঠাঁই।
শান্তে পাগলা ধুক্‌ড়ি ফ্যাল,
ঘর পেলি তোর সোণার দ্যাল!
সাবাস্ শান্তে আর কি চাস্,
শস্য পেলি বিনা চাষ!
ভাবিস্ কিরে শান্তে মড়া!
সাম্‌নে চরণ শান্তি-ঘড়া।
সুধা পড়ে চরণ বেয়ে;
নেনা নেয়ে, নেনা খেয়ে।
ধর্‌না জোরে শান্তি-ঘড়া,
যমের পথে দেনা ছড়া।

নারদ। তবে শান্তিরাম, আমার সঙ্গে আর যাবে না? আমার ঢেঁকির মায়া কি ভুলে গেলে?

শান্তি। (ও যার) পাখ্‌না নেড়ে, ধুলো ঝেড়ে, ল্যাজটী মুড়ে, যম্‌কে মারি;
(ও সেই) প্রাণের পাখী, গুণের ঢেঁকি, আর কি তারে ভুলতে পারি?
(হবে) দিনের বেলা, ঢেঁকি চালা,—রেতের পালা বলদ সেবা।
(তুমি) সারা দিনটী, ভুবন তিনটী ঘুরে তুমি, ঘুমটী দেবা।
(ফিরে) এসে তখন, ঢেঁকির বাঁধন, ষাঁড়ের সেবন গাঁজার ডলন!

(গাঁজার) দমে দমে, গমে গমে, টানের চোটে
কাঁপবে শমন।

(ক্ষণিক পরে)

(আজ্‌তো) যাগ্‌ দেখতে, বাপ্‌ ঘরেতে মায়ের গমন,
হবে যখন,
(অম্‌নি) ষাঁড়ের রথে, নন্দীর সাথে, যগ্‌গি দেখ্‌তে
যাব তখন।

(নৃত্য)।

তিস্তাধিনা পাকা নোনা
ঘুচ্‌লোরে, তোর আনাগোনা।

সতী। শান্তিরাম—"যাগ্‌ দেখতে"—কি ব'ল্লে ?

নারদ (স্বগত) উত্তম! (প্রকাশ্যে) মা! পাগলের অনর্থ কথার কি সব অর্থ হয় ? যা মুখে আসে, তাই বলে।

সতী। না—নারদ। অর্থ না থাকলে গোপন ক'রতে অত ব্যস্ত হ'তে না। আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হ'চ্ছে। আমি অবশ্যই শুন্‌বো।

নারদ। কি শুনবেন্‌।

সতী। "যাগ দেখ্‌তে"—কি ?

নারদ। তোমার বাপের বাড়ী যদি কালে ভদ্রে কখনও যাগ যজ্ঞ হয়, তবে বৃষরথে নন্দীর সঙ্গে যেতে পার্‌বে, শান্তিরামের এই ভাব ;

(শান্তিরামের প্রতি) না শান্তিরাম—এই না ?

শান্তি। কালে ভদ্রে কারে বলে ?
যাগ্‌ হবে তো কাল সকালে।
শান্তে পাগ্‌লা সাজরে সাজ
মায়ের সাথে যাবি আজ॥

(নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।)

সতী। কি নারদ! আমায় বঞ্চনা ?

নারদ। (সহাস্যে) এ বঞ্চনায় যেন আমায় বঞ্চনা ঘটে না।

সতী। যদি সে ভয় থাকতো, তবে এত দূর হ'তো না।

নারদ। যদি সে ভয় না থাকতো, তবে এত দূর হওয়া কি—এতদূর আসাও হ'তো না। আর শান্তিরামের বাক্যন্ত্র কি যন্ত্রী নৈলে বাজ্‌তো?

সতী। নারদ! সত্য বল, কেন এমন হলো? আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে। বাবা কাল যাগ ক'রবেন, কৈলাসে লোক এলো না, জামাইকে বল্লেন না, আমায় নিয়ে গেলেন না—তুমিও এসে সে কথা তুল্লে না। যদি বা আভাস পেলেম, তবু খুলে ব'লছো না। হায় নারদ! এই এক নিমেষের মধ্যে কত খানা মনে হ'য়ে, প্রাণে যে কি হ'চ্ছে বলতে পারছি না। যাগ যজ্ঞ দূরে থাক্, কে কেমন আছে, তাও জানি না। খুলে বল', কি হয়েছে?

নারদ। হ্যাঁগা মা! বিদ্যাবতী, গুণবতী, সুশীলা, সরলা, যতই কেন হ'ক্ না—অবলা হ'লেই কি লঘু বুদ্ধি যায় না? তার সাক্ষী—সর্ব্বগুণে ত্রিভুবনে অনুপমা হ'য়েও, তুমি মিছে বিপদ্-পাতের আশঙ্কায় বিমুগ্ধা হ'য়ে উঠ্‌লে। আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, তোমার জনক জননী আর ভগিনীরা সকলেই স্বচ্ছন্দে আছেন, কাহারও কোনও অসুখ নাই।

সতী। কেন নারদ,--মিছে কথার আড়ম্বরে আমাকে ভোলাও! তাঁরা ভাল আছেন ব'ল্লে—ভালই। সেই সঙ্গে যজ্ঞের কথাটী অমনি ব'ল্লে না কেন!

নারদ। যজ্ঞের কথা যার মুখে শুনলেন, তার মুখেই শুনুন, আমার সে অগ্নিতে হাত দে কাজ কি?

সতী। কিসের অগ্নি নারদ?

নারদ। কোপাগ্নি! নচেৎ আর কোনও অগ্নিকে কি নারদ ভয় করে?

সতী। কোপাগ্নি?—কার?

নারদ। যার কোপাগ্নিতে একবার আমার বাবার মাথা উড়ে গেছে—আমি কোন ছার!

সতী। নারদ! আমার বাপের বাড়ীতে যজ্ঞ—আহ্লাদের কথা। সে কথা আমায় ব'ল্লে তাঁর কোপ হবে কেন?

নারদ। তবেই তো মা, যা না বল্‌বার তাই ব'লতে হয়। আমার হ'লো

উভয় সঙ্কট। উভয় কেন?—ত্রিসঙ্কট। ত্রিসঙ্কটই বা বলি কেন?—চতুঃসঙ্কট। প্রথমতঃ ভায়া ব'ল্লেন—কৈলাসে যেয়ো না। দ্বিতীয়তঃ—প্রসূতী ব'ল্লেন, কৈলাসে যাবেই যাবে। তারপর যদিই বা এলেম, কর্ত্তাটী ব'ল্লেন—তোমার মা যেন শোনেন না, তাঁর সঙ্গে দেখাও ক'রোনা—সেই হ'লো ত্রিসঙ্কট! যদি অমনি অমনি চলে যাই, কোনও উৎপাতই হয় না। তা কেমন ভোলা মন, দু পা যেতে না যেতেই, ভোলানাথের অনুরোধটী ভুলে গেলুম! যাকে দেখতে এলেম। তা এলেম এলেম. তাতেও কোন দোষ হয়নি। কিন্তু আস্‌তে আস্‌তে যজ্ঞের কথাটা যদি শান্তিরামকে না বলি, তা হ'লে আর কোনও গোল হয না। এখন করি কি? ধরা পড়েছি,—আর পার পাবার যো নাই। যা করেন হরি!

সতী। বাছা! আর একটী কথা ব'ল্লেই তুমি পার পাও।

নারদ। কি কথা মা?

সতী। কি ব'লবো, ব'লতে বাক্য সরে না। ত্রিজগতে মা বাপের মত ব্যথার ব্যথী কে? আমার সাতাশটী সহোদরা—তায় আমি তাঁদের সবার ছোট। সবারই স্নেহের পাত্রী হবো—এইতো কথা। আমি বনবাসিনী, ভিখারিণী ভেবে তাঁরা কেউ দেখতে পারেন না, একবার মুখ তুলে চেয়েও দেখেন না। মনে জানতেম্, আমি সবার ছোট ব'লে, সব চেয়ে বাবা কৈলাসে দৃষ্টি রাখ্‌বেন। নারদ! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!—সেই বাবা কি দোষে তোমায় কৈলাসে আস্‌তে পর্য্যন্ত মানা ক'রলেন?

নারদ। মা! যখন শুনে ফেল্লেন, তখন আর ব'লতে দোষ কি? ভৃগু-যজ্ঞে এক মহতী সভা হয়, সেই সভায় পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি ত্রিলোকের লোক উপস্থিত হন। সৎকালে প্রজাপতি দক্ষ সভাস্থ হন, তখন প্রায় সকলেই উঠে তাঁর সংবর্দ্ধনা করেছিলেন। কিন্তু সে সময় কৈলাসনাথ ওঠেন নাই ব'লে, রাগ ক'রে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রেছেন—তার নাম "দক্ষ-যজ্ঞ" বা "শিবহীন" যজ্ঞ। অভিমান—তার মূল, দর্প—তার কাণ্ড, মত্ততা—তার পাতা, শিবাপমান—তার ফুল। ফল যে তার কি হবে, তা আমি এখনও জানি না। অশিব যজ্ঞের অশিব ফল বৈ আর কি হ'তে পারে? এইতো মা সব শুন্‌লে, এখন যা ভাল হয়—কর।

সতী। (সরোদনে) হা—পিতঃ! যে দাক্ষায়ণী তোমার বড় আদরের মেয়ে—

তারেই শেষে জলাঞ্জলি—একেবারে জলাঞ্জলি—বিনা দোষে অপমানের সহিত জলাঞ্জলি! আর এ প্রাণ রেখে ফল কি? অন্য নয়—পিতা মাতা যারে বিমুখ, তার আর বেঁচে কি সুখ? মাগো! যাকে চ'খের আড় ক'রতে না, বুক থেকে নামাতে না—আমি না, তোমার সেই মেয়ে! হা বসুন্ধরে! দ্বিধা হও; তোমাতে প্রবেশ করি, আর নয়।

নারদ। মা! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। প্রসূতী দেবীর দোষ নাই, তিনি আমায় শপথ দিয়ে পাঠিয়েছেন—তোমাকে না পেলে তিনি প্রাণ রাখবেন না। তুমি স্বচ্ছন্দে মার কাছে যাও—পিতার ব্যবহার তোমার দেখে শুনে কাজ নাই।

সতী। নারদরে!—প্রাণ ফেটে যায়। পিতা ত্যাগ ক'রলেন—মার কি সাধ্য? আমি বিনা নিমন্ত্রণে যাব,—আমার শঙ্করের অপমান হবে, তাও কি প্রাণে সয়, নারদ?

গীত।

দহে হিয়ে দুঃখিনীর, নিদারুণ বাক্যবাণে।
পিতা যে মমতাহীন, বুঝিলাম এত দিনে॥

বিজন বনবাসিনী, দীনা হীনা ভিখারিণী,
দাক্ষায়ণী কাঙ্গালিনী, তাই কি দুষী শ্রীচরণে?

অমৃত সাগরে কেন, গরল উঠিল হেন?
হবে যজ্ঞ শিবহীন, জানিনা কভু স্বপনে॥

নারদ। এই তো মা! এত বোঝ, আর এটা বুঝ্‌লে না? পিত্রালয় তো আবদারের স্থান, সেখানে যেতে আবার নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কি? তোমাকে দেখ্‌লে কি প্রজাপতির আর সে ভাব থাকবে? একটু লঘুত্ব স্বীকার ক'লে, যদি সব দিক রক্ষা পায়, তবে তা কে না করে? মা বাপের কাছে সন্তানের আবার লঘুত্ব গুরুত্ব কি! দূর হোক্, আমার এসব কথায় কাজ কি? কাজ নাই বাবা—আমি সংসার ত্যাগী, বনবাসী ঋষি, সাংসারিক লোকের কথায়, আমার না থাকাই

ভাল। আমার প্রস্থানই উচিত। কৈহে শান্তিরাম! কোথায় গেলে? (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে শান্তিরাম!—মা! আমি তবে এখন বিদায় হই। প্রণাম।

(প্রণাম করণ।)

সতী। যাও—আমিও দেখি, কিরূপ হয়।

নারদ। দেখবেন্, আমি যেন কোনও দিকে লজ্জা না পাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত—বিল্বকুঞ্জ।

শিব ও সতী।

শিব। এর জন্যে, প্রিয়তমে! রোদন কেন? স্বামী সোহাগের সঙ্গে পিত্রালয়-সুখ পরম সৌভাগ্য—কিন্তু সকলের ভাগ্যে সমান হয় না। পিতৃপক্ষের আদর চিরদিন সমান থাকে না—স্বামী পক্ষে ক্রটী না হ'লেই যথেষ্ট। তবে—এত অভিমান, এত দুঃখের বিষয় কি?

সতী। (সরোদনে) নাথ! আমার সে পক্ষে এমন হবে, তা স্বপ্নেও জানতেম না। এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! আর সহ্য হয় না। যে পিতা গম্ভীর কঠোর-স্বভাব রাজর্ষি হ'য়েও আমায় নিয়ে কত আমোদ, কত সোহাগ ক'রতেন্—আমার পেয়ে ঋষিত্ব আর প্রবীণত্ব ছেড়ে, সামান্য গৃহস্থের মত কত স্নেহ, কত আদর, কত মধুর ভাব দেখাতেন, সেই পিতা এই ক'রলেন?

শিব। কেন প্রিয়ে, এতো অসম্ভব নয়! বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি, বার্দ্ধক্যে পুত্র—নারী জনের এই তিন অবস্থার ব্যবস্থা চিরদিনই আছে, তাই কেন ভাব না।

সতী। নাথ! আমার যে বাল্যই মনে পড়ে। নিজগুণে সংসারের ভার দিয়ে আমায় গৃহিণী ক'রেছ। প্রভুর শ্রীচরণের আকর্ষণ গুণেই হোক্—কি পাদপদ্ম সেবায় অভাবনীয় সুখ জন্মায় ব'লেই হোক্—জানি না, কি কারণে আমার মন কৈলাসে এত বদ্ধ হ'য়ে আছে। নৈলে—এ বয়সে মায়াময়ী মা ছেড়ে কি কেউ এতদিন থাক্‌তে পারে? এত কালের মধ্যে এক দিনের জন্যেও আমার মন এত চঞ্চল হয় নি। আজ কি জানি, প্রাণ আমার কেন এমন হ'য়ে উঠ্‌লো?

শিব। (সহাস্যে) যাগ যজ্ঞ উৎসব দেখ্‌বার জন্য কোন্ বালিকার মন উৎসুক হয়?

সতী। কিন্তু প্রভু, আমি তো বালিকা নই। যাগ যজ্ঞের দিকে আমার মনে কোন কৌতুক নাই—বিষয় বিভবে কিছু মাত্র লোভ নাই। আমি এই পাদ-পদ্ম-গুণে কৈলাসের ঈশ্বরী—শিবের শিবানী, মহেশের দাসী, মহেশ্বরী হ'য়েছি। আমার আর সামান্য যাগ যজ্ঞই বা কি, আর ইন্দ্রানীর ঐশ্বর্য্যই বা কি—কিছুতেই মনকে আকর্ষণ ক'র্‌তে পারেনা। কিন্তু দেব! তবু আজ যাকে দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে,—বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে—তাঁরে ছুটো কথা ব'লতে, প্রাণ যার পর নাই পাগল হ'য়ে উঠেছে।

শিব। সেই বাবা!—যিনি তোমায় ছেড়ে—তোমার শিবকে ছেড়ে ত্রিলোক নিয়ে যজ্ঞ ক'রছেন? প্রিয়ে! অপমান আর বাহিরে নয়—ঘরেই হ'চ্ছে।

সতী। লোকে কথায় বলে,—"জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়"। তোমার শ্রীমুখেই কতবার শুনেছি—বসুমতীর চেয়ে কেবল মা গুরু, আর গগনের চেয়ে কেবল পিতাই বড়! আমার শিবের মুখেই তো শুনেছি, যে অবলা পিতামাতার মর্ম্ম জানেনা, তাঁদের মর্য্যাদা রাখেনা—তাঁদের সেবা ভক্তি করে না—সে নারী পতির মর্ম্মও জানেনা--পতির মানও রাখে না--পতির প্রিয়কারিণীও হয় না। যেমন মা বাপ হউন, মা বাপের কাছে যেতে লজ্জা কি? মান-হানিই বা কি? আমার প্রাণ নিতান্তই কাতর হ'য়েছে, তাই এত ব'লছি,—নৈলে আমার শিবের সম্মুখে এত কথা কি কখনও ক'হেছি?

শিব। প্রিয়তমে! তোমার একটী কথাও অযৌক্তিক নয়। কিন্তু সতি! বিনাহ্বানে কোথাও যেতে নাই।

সতী। এ কথা কি আমার শিবের মুখে শোভা পায়? অন্য কারও সঙ্গে কি মা বাপের তুলনা? যাদের হ'তে পৃথিবী দেখা—যাদের অসাধ্য সাধনায় মানুষ হওয়া—যাদের সমান সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী আর নাই—তাঁরা যদিও সন্তানকে ভুলে যান, তবু তাঁদের ঋণ কি সন্তানের ভুলে যাওয়া উচিত? যদি তাঁরা বুঝতে না পেরে, অকারণে অভিমান-ভরে অপমানই করেন, তাঁদের ভুল বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা পাওয়া কি সন্তানের উচিত নয়? তাই নাথ! আমি তাই ভেবেই যাচ্ছি। বাবা কি আমাদের প্রতি স্নেহ হারিয়েছেন? কখনই না! তুমি তাঁরে অপমান ক'রেছ, তিনি তাই ভেবেই এই অপমান ক'রতে ব'সেছেন।

শিব। সতি! তুমি গেলে সে অপমান পূর্ণ হবে,—না গেলে বরং অপূর্ণ থাকবে। তুমি কি সেই অপূর্ণ অপমানকে পূর্ণ করতে যাবে?

সতী। হা নাথ! তুমি সর্ব্বজ্ঞানী হ'য়েও অবলা জনের মনের ভাব বুঝতে পাল্লে না,সে কেবল অভাগিনীর অদৃষ্ট! (রোদন।) হায়! আমি কোথায় যাব? সে দিকে জন্মদাতা—পিতা, এ দিকে যার বাড়া নেই—পতি! তিনি ভাব্‌লেন তাঁর অপমান, ইঁনি ভাব্‌লেন এঁর অপমান—তিনি ক'র্‌লেন রোষ, এঁর দেখ্‌ছি, ঘোর অসন্তোষ! তিনি ভাব্‌ছেন তাঁর মান বাড়াবেন—এঁর অপমান ক'র্বেন। কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে দে্‌খতে পাচ্ছি, তিনি মান হারাবেন! এ অভাগিনীর দুই দিকেই বিষম!

শিব। সতী! ক্ষান্ত হও।

সতী। না—ক্ষান্ত হব না। ক্ষান্ত হব কিসে? এখন যে সেই জন্মতরুরই সর্ব্বনাশ দেখ্‌ছি, তিনি কি পর? তিনি আর কেউ নন—তিনি যে আমার পিতা—সে জন্য তোমারও পিতা। (পিতৃ উদ্দেশে) হা পিতঃ! কি কর্‌লে? কেন এমন অবুঝ হ'লে? তুমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হ'য়ে অভাগিনীর ভাগ্যদোষে ভ্রান্ত হ'লে?

শিব। সত্যই তোমার পিতার ঘোর ভ্রান্তি জ'ন্মেছে দেখ্‌ছি। ঘোর বিপদ উপস্থিত।

সতী। তবে নাথ! পিতার এই ঘোর বিপদ জান্‌তে পেরে কি চুপ ক'রে থাকা যায়? কন্যা হ'য়ে এও কি কর্ত্তব্য হয়? একবার কি তাঁরে বুঝিয়ে আসাও আমার উচিত নয়? যদি একটু খাটো হ'য়ে, আমার পিতার আসন্ন বিপদ কাটিয়ে আস্‌তে পারি, তাতে আমার জ্ঞানী শিবের বাধা দেওয়া কি ভাল দেখায়? আমাকে যেতে অনুমতি দাও।

গীত।

যাই যজ্ঞ দেখিবারে জনক ভবনে।
অনুমতি দেহ পতি, মিনতি চরণে॥

ভগ্নীগণ যজ্ঞ আশে, গেছে সব সে আবাসে,
এখন আমি কৈলাসে, থাকি গো কেমনে?

বিবাহের দিন থেকে, দেখি নাই আর মাকে,
নিবেদি তাই তোমাকে, এত কাতর প্রাণে।

তাই নাথ বারে বারে, করি অনুরোধ,
দিনেক তরে, আদেশ' আমারে—
যাইতে পিতার সদনে॥

শিব। (সবিষাদে) সতি। তুমি সর্ব্বগুণে গুণবতী, কিন্তু পিতৃস্নেহে মুগ্ধা হ'য়ে, যা না হবার তার জন্য তুমি প্রয়াস পাচ্ছো। যদি হবার হ'তো, আমি কদাচ বাধা দিতাম না। দক্ষরাজ কারও কথা শোনবার লোক নন। তিনি তোমার কথা শুন্‌বেন না। লাভে হ'তে তোমার অনিমন্ত্রণে গমন, আর এই বসন ভূষণ দেখে তিনি আরও অশান্ত হবেন। আর—লোকে ব'লবে, ভিখারিণী কখনও কিছু দেখতে শুন্‌তে, খেতে পর্‌তে পায় না,তাই অপমানিনী হ'য়েও যজ্ঞের লোভ সম্বরণ কর্‌তে পাল্লে না—অনিমন্ত্রণেও এসেছে! তাই শুনে তুমি কাঁদতে কাঁদতে কৈলাসে আসবে, দেখে আমার বুক ফেটে যাবে।

সতী। না নাথ! আমি তোমার পাদপদ্ম ছুঁয়ে শপথ ক'রে ব'লছি, যদি পিতা আমার বিনয় বাক্য না শোনেন—যদি আমার শিবের কোন অমর্য্যাদার কথা ক'ন, তবে আমি এক তিলও অপেক্ষা ক'রবো না—কিছুই আহার ক'রবো না, আর তাঁর গৃহে যাব না—আর তাঁরে পিতা ব'লে ডাকবো না।

শিব। হা পিতৃবৎসলে! তোমার এই অনর্থক পিতৃবাৎসল্যের ঔষধ নাই। এই পিতৃস্নেহের ফল যে আমার সুখনাশক গরল হবে, সেইটীই নিশ্চিত—আর সব অনিশ্চিত। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

সতী। জগতের শিব হ'য়ে, কেন নাথ! অশিব কল্পনা ক'রছো?

শিব। সতী! সাধে কি অশিব কল্পনা ক'রছি? আমার নিজ মুখে বলা নয়। ভেবে দেখ'না কেন,যে যজ্ঞে শিব নাই, তাতে অশিব বৈ কি শিব হ'তে পারে?

সতী। যজ্ঞটী শিবহীন না হ'য়ে, যাতে শিবময় হয় সেই জন্যেই তো যাওয়া।

শিব। দেখ্‌ছি তোমার সেই পিতৃবাৎসল্যগুণে—গুণই বা বলি কেন—সেই দোষেই তোমার পতির সর্ব্বনাশ হবে। হা দাক্ষায়ণি! তুমি যে শিবের সর্ব্বস্বধন—তা কি তুমি জান না? বহু তপ, বহু সাধনায় যে হৃদয় রত্ন-লাভ ক'রেছি, এত দিনে সেই ধনে বুঝি বা বঞ্চিত হই! হায় সতি! ত্রিজগতে তোমার শিবের আর কেউ নাই—ন মাতা, ন পিতা, ন ভ্রাতা, ন বান্ধবাঃ। তুমিই আমার অন্ধকারের এক মাত্র চন্দ্রিকা—আমার হৃদয়ানন্দ। হা সতি! যে পতি অনন্যগতি—যে পতি তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে ত্রিলোক শূন্য দেখে, সে তোমা বিহনে কি রূপে প্রাণ ধারণ ক'রবে, তাও একবার ভাবলে না?

সতী। নাথ! যা যা ব'ল্লে, আমি সব জানি, সব বুঝি। কিন্তু নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ না হ'লে আমি কখনই যেতে চাইতাম না। আমি তোমার চরণে ধরি—এতে আমায় বাধা দিও না।

শিব। প্রিয়তমে! আমি তোমায় কিছুতেই বাধা দিই না। কেবল এতে না দিয়ে থাক্‌তে পারছি না। আমার সহিষ্ণুতা কত—তা তুমি সব জান। সকল দেবতা অপুর্ব্ব ভূষণ বাহনে শ্রীমান্—আমি সকলের পরিত্যক্ত বাহন ভূষণে তুষ্ট। সকলের পানীয় অমৃত—আমার বিষ। সকলের বহুতে—আমার অল্পেই তোষ—তাই নাম আশুতোষ। আমার অশুভ নাই—তাই নাম শিব। হায়! আমি কোনও মতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না। আজ চিত্ত বড় চঞ্চল হ'চ্ছে—যেন হারাই, হারাই জ্ঞান হ'চ্ছে। সতি! ভিক্ষা দাও—ক্ষান্ত হও—পাগলকে আর পাগল ক'রো না।

গীত।

যেওনা যেওনা সতি! বারে বারে করি মানা,
ভাবনা-সাগরে শিবে! তব শিবে ভাসাইওনা।

পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে,
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ, অমঙ্গলের এ সূচনা ॥

সতীমন্ত্রে ব্রহ্মচারী, সতী-রূপ ভুলিতে নারি,
সতী ধ্যান, সতী জ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা ॥

কি শ্মশানে, কি বিপিনে, কি শয়নে, কি স্বপনে,
সতী-গত প্রাণ শিব, সতী বিনে বাঁচিবে না॥

সতী। এই একবার মাত্র আজ আমাকে যেতে দাও। নাথ! আমি তোমার পাদ-পদ্ম স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রছি, যদি পিতৃভাবের পরিবর্ত্তন ক'রতে না পারি, তবে এমি ভাবে কৈলাসে আস্‌বো—যাতে আর বিচ্ছেদ না হয়। সেই মিলনের পর আর মা বাঁপের নাম মুখে আনবো না। দাক্ষায়ণী নাম আর ধ'রবো না।

শিব! (দীর্ঘ নিশ্বাস সহিত) তুমি ইচ্ছাময়ী—তোমার ইচ্ছা তুমিই জান—তুমি মহামায়া—তোমার মায়া তুমিই বুঝতে পার। তোমার যে রূপ ইচ্ছা—তাই কর। আর নিষেধ করবো না, গৃহেও আর রব না। দেখো যেন পাগলকে ভুলো না। নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। (নেপথ্যাভিমুখে) নন্দি! রথ প্রস্তুত কর। দক্ষালয়ে যাও—সাবধান, সাবধান—সাবধান।

গীত।

চিনেছি তোমারে সতি! তুমি ব্রহ্ম সনাতনী।
সৃষ্টি স্থিতি মূলাধার, তুমি প্রলয়কারিণী॥

ছলনা ক'রোনা আর, অতি ভীত ভোলা তোমার,
ঘুচিয়াছে মোহ-ঘোর, কৃপা কর ত্রিনয়ণী।

আর না করিব মানা, যাও যজ্ঞে ত্রিনয়না,
শীঘ্র এস, ভুলিও না ভিখারী-ঘরণী!

শব' শিব এ কৈলাসে, শূন্য প্রাণে হতাশ্বাসে,
রহিব আসার আশে, শুন ওগো দাক্ষায়ণী!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
কৈলাস পর্ব্বত—সতীর গৃহ।
সতী আসীনা।

সতী। তা আর হ'য়েছে! শঙ্কর যা ব'ল্লেন তাই ঘ'টবে—পিতা কথনই

সম্মত হবেন না। তবে কি যাব? দূরে আছি বরং ভাল। নিকটে গেলে যদি আরও উত্তেজিত হন—তবে তো সহ্য হবে না। (ক্ষণিক স্তব্ধ থাকিয়া) তা ব'লে নিশ্চিন্তই বা থাকি কেমন ক'রে। আমাকে দেখ্‌লে যদি ভাবান্তর হয়! সেই মনে ক'রেই যাওয়া।—দূর হ'তেই বা বিপদকে এত বড় ভাবি কেন? কাছে গিয়েই কেন দেখি না। মনোরথ পূর্ণ হ'তেও পারে। কিন্তু যদি না হয়—তবে তো সর্ব্ব না—প্রাণও রবে না। সব দুঃখ সইতে পারি—আমার শিবের অপমান সহ্য হবে না।

গীত।

তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন ক'রে সে যজ্ঞে যাই বল না।

ভগ্নীরা সব যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাও ক'বেন না।

একে নারী আমি, ভিখারীর ঘরণী,
বিধাতা ক'রেছেন জনম দুঃখিনী।

শিব অপমানে, হব' অপমানী,
শিব-নিন্দা আমার প্রাণে সবে না।

[illegible]

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। মা। পবন এসেছে।

সতী। কেন বাছা! পবন কি জন্যে এলেন?

বিজয়া। আপনি বাপের বাড়ী যাবেন শুনে, পবন ধীরে ধীরে আপনার সঙ্গে যেতে চায়। বিধাতার নিয়মে, বাতাস বন্ধ বা ঝড়ও হ'তে পারে। কিন্তু তোমার অনুমতি পেলে সে মন্দ মন্দ বহিতে পারে।

সতী। না বাছা! যেরূপ স্বাভাবিক নিয়ম আছে, তাই থাক্। আমার জন্য অন্যরূপ কর্‌বার আবশ্যক নেই। বরং তাকে ব'লে দাও গে—যখন প্রয়োজন হবে, তখন স্মরণমাত্রেই যেন আমার ভিতরের বায়ু রোধ ক'রে দেয়।

বিজয়া! মা! ও কি কথা?

সতী। যা ব'ল্লেম, তুমি তাই ব'লে দাও গে বাছা।

(বিজয়ার প্রস্থান)

সতী। পিত্রালয়ে যাব' শুনে সকলেরই আহ্লাদ। কিন্তু আমি যে কি ভাবে যাচ্ছি—তা তো এরা জানেনা।

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। (করজোড়ে) মা! কুবের এসেছেন।

সতী। কেন বৎস?

নন্দী। আপনি দক্ষালয়ে যাবেন, সেখানে ত্রিভুবনের সমারোহ! এ বেশে যাওয়া কেমন দেখাবে? তাই তিনি বসন ভূষণ এনে দাঁড়িয়ে আছেন, অনুমতি হ'লেই এসে সাজিয়ে দেন।

সতী। যাও বৎস! কুবেরকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ে বল'গে, আমার সে সব কিছুরই প্রয়োজন নেই।

গীত।

[illegible]কুবের! ভূষণে কি কাজ রে আমার?
[illegible]রম যোগী, সর্ব্বত্যাগী—পতি গো যাহার।

[illegible]ম্বর আমার বিশ্বনাথ, ভস্ম মাখেন গায়।
[illegible]আভরণ [illegible], কি আছে রে তার?

[illegible]তাই বলে, সতীর পতি, ক্ষেপা মহেশ্বর;
[illegible]নে [illegible] কেড়ে, হ'য়ে [illegible]।

[illegible]

নন্দী। এই কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিস্তর তর্ক ক'রেছি—তিনি কিছুতেই শোনেন না।

সতী। কি কথার জন্য তর্ক ক'রেছ, নন্দি!

নন্দী। আমি তাঁরে ব'ল্লেম, মার পাদপদ্মে চন্দন-মাখা জবাফুলের অর্ঘ্য দিয়ে সাজালে যত শোভা হয়, সহস্র কুবেরের ভাণ্ডার ভেঙ্গে, লক্ষ লক্ষ মণি মুক্তাতেও তেমন শোভা পাবে না। কুবের, তুমি বৃথা যত্ন ক'রো না। মায়ের আমার ও সব কিছুরই দরকার নেই—মার আবার অলঙ্কার কি?

গীত।

মণি মুক্তা মায়ের গলে, সাজ্‌বে নাকো ভাল'।
উজল বরণ মায়ের যে গো, জগত করে আলো॥

কি হবে তার হীরা মুক্তায়, কোটী শশী যাঁর পায়ে লুটায়?
রাঙ্গা জবায় রাঙ্গা পায়ের, শোভা হবে ভাল'।

সাজ্‌বে গলে ফুলের মালা,
হাতে সাজ্‌বে ফুলের বালা,
ফুলের মুকুট সাজবে শিরে, (দেখে) ঘুচ্‌বে মনের কালো॥

আমার মনে হয় মার অঙ্গে অলঙ্কার দিলে, যেন আর আমাদের মা থাকবেন না। যেন কুবেরের মা—যেন আর কা'রো মার মত হ'য়ে উঠ্‌বেন। তাই মা, তাঁর সঙ্গে বিবাদ ক'চ্ছিলেম।

সতী। "না নন্দি! আর কারো মা হ'তে চাহি না—যাতে তোমাদের মা থাকতে পারি, তাই কর'গে।

নন্দী। মা!—আজ "মা" ব'লে, আরো প্রাণ জুড়ুলো।

(প্রণাম ও প্রস্থান।)

সতী। হা পিতঃ! আমার এত সুখ, এত আনন্দ, সব নিরানন্দ ক'রে দিলে! হা নিদয় বিধি! এ সুখ কি তোর চক্ষে সইলো না?

জয়া ও বিজয়ার দ্রুত প্রবেশ।

জয়া। মা! মাসীমারা আসছেন।

সতী। জয়া! তুমি যাও—তাদের এগিয়ে আন' গে। বিজয়া! তুমি সেই পাতার আসন গুলি এনে বিছিয়ে পেতে দাও।

(জয়া ও বিজয়ার প্রস্থান)

সতী। এঁরাও কি আমার ব্যথার ব্যথী হবেন্ না? যে বাতাস দাবানলের সহায়, সেই বাতাসই প্রদীপ নিবায়। সৌভাগ্যের সময় যারা সপক্ষ,—দুর্ভাগ্যে তারাই বিপক্ষ। দেখি কিসে কি হয়!

জয়া সহ অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘার প্রবেশ।

মঘা। (অশ্লেষাব প্রতি) ও দিদি! একি আমাদের সেই সতী?

(সতীর সকলকে প্রণাম ও রোদন।)

অশ্বিনী। কেন সতি! কাঁদিস কেন? যেমন তপস্যা আমাদের, তেম্‌নি ঘরে পড়েছিস্? সকলের কি বড় ঘরে বে হয়? চুপ কর্।

মঘা। কত দিনের পরে দেখা হ'ল, কোথায় হাস্‌বি, দুটো কথা ক'বি—না কান্না!—এই এক ধ্যান আর কি!

জয়া। মা কি সেই জন্যে কাঁদছেন যে, তোমরা অমন কথা ব'লে আরও কাঁদাচ্ছো।

অশ্লেষা। তবে আবার কি? শিব তো ভাল আছে?

জয়া। বালাই! তিনি ভাল থাকবেন্ না কেন।

অশ্বিনী। ও সতি! তবে কিসের জন্যে এত কাঁদছিস্ বল্‌না।

মঘা। হ্যাঁলা জয়া! এর মধ্যে ছেলে পিলে হ'য়ে তো যায় নি?

জয়া। অভাগ্যি! ওমা, সে আবার কি কথা?

মঘা। তবে—আর কি চাই! আর কার কথাই বা জিজ্ঞেস্ ক'রবো? ভূত পেত্নী গুলো ত সব ভাল আছে? (হাস্য)

অশ্লেষা। (হাস্য করিয়া) হয়তো বুড়ো বলদটাই বা ম'রে গেছে।

অশ্বিনী। তোদের ও সব কি কথার শ্রী? সতী না ছোট বোন?

কি দুঃখে কাঁদছে তা জান্‌লিনে, উল্টে ঠাট্টা। (সতীর প্রতি) সতি! আমার মাথা খা, আর কাঁদিস্‌নে। চুপ কর, কি হয়েছে বল্‌, সব খুলে বল।

সতী। দিদি! আর আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক নেই। কেন' তোমরা এ অভাগিনীর কাছে এসে নিবন্ত আগুন জ্বলন্ত ক'রছো?

মঘা। (অশ্লেষার প্রতি) আমি তখনই বড়দিদিকে বারণ করেছিলেম্ এখানে এসে কাজ নেই—ধিগ্‌গি টগ্‌গি সব ঘুরে গেল—হাবাতে ঘরের কারখানাই হাবাতে।

অশ্লেষা। (মঘার প্রতি) তুই চুপ কর।

অশ্বিনী। (সতীর প্রতি) ছি! এমন কথা কেন? তুই আমাদের সকলের ছোট—সব চেয়ে আদরের পাত্রী। অবস্থার্থিক বোন্‌, সকলের সমান হয়? তবু তো তুমি একা ঘরের একা গিন্নী—ভাগাভাগি রাগারাগি নেই। দুঃখ করো কেন? সম্পর্কই বা উঠবে কেন?

মঘা। দিদি! তাও বলি—এর চেয়ে ভাগাভাগি ভাল। যার আছে, তার শত ভাগাভাগিতেও থাকে। তার সাক্ষী—আমাদের ঘর মনে কর, আর এই ঘর দেখ'।

অশ্লেষা। তুই কি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারিস্‌নে? তোর সঙ্গে কোনও খানে যাওয়াই দোষ!

মঘা। তোমার সঙ্গেও তো পাঁজিতে নিষেধ।

অশ্বিনী। তোরা কি এখানে, কোঁদল কর্‌তে এলি। কোথায় সতীর দুঃখে দুঃখ ক'র্‌বি—তা নয়, আপন আপন গরবেই মত্ত।

মঘা। গরব আবার কিসে দেখ্‌লে?

অশ্বিনী। ওলো! তোদের দোষ নেই—তোদের সঙ্গে যাত্রার দোষ। (সতীর প্রতি) কিসে আমরা সম্পর্ক উঠালেম, বুঝতে পারলেম্ না। উঠালেম্ তো এলেম কেন?

সতী। দিদি! তোমরা উঠাও নি। বাবা—

(রোদন।)

অশ্বিনী। কেন? বাবা কি তোমায় নিতে পাঠান নি?

সতী। নিতে পাঠান দূরে থাক্, একবার ব'লেও পাঠান নি।

মঘা। এমন হবে না। লোক এসে হয় তো ফিরে গেছে! এখানে যে ভূত প্রেতের ভয়—আমরাই পালাচ্ছিলেম! ভাগ্যিস্, সে বানর-মুখো নন্দী আমাদের চিন্ তো।

অশ্লেষা। তাও হ'তে পারে। লোক জন নীচে থেকে, দেখে শুনেই হয়তো পালিয়েছে।

জয়া। ওমা সে কি? মার বাপের বাড়ীর লোককে আবার কেউ কিছু ব'লবে। না মাসীমা—সে সব কিছুই না। ঠাকুরদার রাগ হ'য়েছে। বাবাকে নয়, মাকে নয়,—আমাদের তো নয়ই—কাউকেও ব'লবেন না।

মঘা। দেবসভা, গন্ধর্ব্বসভা আর রাজ চক্রবর্ত্তীদের সভা হবে, তার মাঝে—ব'ল্‌তে কি—পঞ্চানন ঠাকুর যে সাজ গোজে ফেরেন—

সতী। (চক্ষু মুছিয়া—কোপের সহিত) আর না—যথেষ্ট হয়েছে। আর আমি এখানে থাক্‌বো না। ভাল হোন্, মন্দ হোন্,—তিনিই আমার ভাল।

মঘা। তোমার কাছে ভাল ব'লে কি পরের মুখ বন্ধ হয়? নিন্দের কাজ ক'ল্লেই শুন্‌তে হয়।

সতী। নিন্দার কাজ তিনি কি ক'রেছেন? তোমরা আমার বয়সে বড়। তোমাদের মুখে ভাল কথা, দয়া মায়ার কথা শুনবো, তা না হ'য়ে—এই! যেখানে মায়ের মত স্নেহ পাবার আশা, সেখানে কিনা এই সব ঠাট্টা ও শ্লেষ! এও কি প্রাণে সহ্য হয়? তা—তোমাদের দোষ কি—আমার নিতান্ত পোড়া অদৃষ্ট।

অশ্বিনী। সতি! বলিস্ কি? তুচ্ছ কথায় এত কেন? বালাই—তোর পোড়া কপাল হবে কেন?

সতী। দিদি! আমার নিতান্তই পোড়া কপাল। নৈলে যে পিতা প্রাণা পেক্ষা ভালবাসতেন, সেই পিতা জন্মের মত জলাঞ্জলি দিলেন। এই নিদারুণ যজ্ঞানুষ্ঠানের আগে কেন আমার পরমায়ু শেষ হ'লো না। হা নাগরাজ! তুমি প্রাণনাথের শিরোভূষণ থেকেও, তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনী এই অভাগিনীকে এত

দিনে দংশন ক'রতে পাল্লেনা ? হা অনলদেব! তুমি প্রভুর ললাটবাসী হ'য়েও আমার ললাট-দুঃখ নিবারণের জন্য এত কাল দগ্ধ ক'রলে না ?

অশ্বিনী। সতি! ক্ষান্ত হ'—হাতে ধ'রে মিনতি করি, ক্ষান্ত হ'। আমার একলা না আসাই দোষ হ'য়েছে। তা হ'লে তুইও এমন ক'রে পুড়তিস্ না, আমিও পুড়তেম না। হায়! তুই কেন এমন হ'লি? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ভাল সতি! বাবা যেন নিমন্ত্রণ করেন নি। মাও কি কিছু ব'লে পাঠান নি ? জয়া! তোরা শুন্‌লি কার মুখে ?

জয়া। যার মুখেই শুনি—দিদিমা ডেকে পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু দাদা মহাশয় নাকি নিষেধ করেছেন। সকাল বেলা নারদ—

মঘা। আর ব'লতে হবে না। আধখানা কথাতেই বুঝেছি—সেই সর্ব্বনেশে নারদ এসেই এই সর্ব্বনাশ বাঁধিয়ে গেছে। আর কেউ নয়। সেই সর্ব্বনেশে কি একটা ছল ধ'রে এই কাণ্ড তুলে গেছে,তার আর ভুল নেই।

অশ্বিনী। সেই কিছু তুলুক—আর কথা সত্যিই হোক্, তবু সতি!—বোন, তোমাকে এইটী বুঝ্‌তে হবে: বাবা পুরুষ মানুষ, সভার মাঝে লজ্জা পেয়েছেন, রাগ হ'য়েছে। কিন্তু যখন মা ব'লে পাঠিয়েছেন, তখন বাবার বলার আর অপেক্ষা কি ?

অশ্লেষা। তা বৈ কি! আবার কেমন ক'রে বলে! আমাদেরও যে বল্‌তে গিয়েছিলো, তোমাদেরও সেই ব'লে গেছে। আমাদের আন্‌তে হাতী ঘোড়া যায় নি, তোমাকে ল'তেও আসিনি। আমরা শুনেই আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে, আপনাদের রথে আপনারাই যাচ্ছি।

সতী। দিদি! যা ব'ল্লে, তাই বটে। কিন্তু একটু বিশেষ আছে। মা বাপ উভয়ে, ঝি জামাই তোমাদের দুজনকেই ব'লে পাঠিয়েছেন, এখানে মা লুকিয়ে কেবল আমাকে ব'লে পাঠিয়েছেন। পিতা ব'লেছেন – কৈলাসে যেওনা, শিব শিবার নাম গন্ধও ক'রো না। মা পিতার অগোচরে ব'লে দিয়েছেন শিবাকে তুমি চুপি চুপি আস্‌তে ব'লো। শিবকে ব'লতে তাঁর সাহস হয় নি।

অশ্বিনী। তা ভালই তো। মা বাপ দুই এক—তুমি না হয়, মার নিমন্ত্রণে যাবে—তাতে দোষ কি ?

সতী। বাবা যে আমাকে বলেন নি, আমি সেই অভিমান তুচ্ছ ক'রতে পারি। মা ডেকেছেন, সেই যথেষ্ট। কিন্তু হায় দিদি! এ আগুন যার হৃদে জ্বলে, সেই জানে। অন্যে জান্‌তে পারে না।

গীত।

যাতনা জানিবে কিবা, যে জ্বালায় জ্বলি অন্তরে।
জন্মের মত জলাঞ্জলি, দিলেন জনক আমারে।

নিখিল ভুবন মাঝে, কে এমন দুঃখিনী আছে?
এখন' আমারে কেন, দংশিল না বিষধরে!

নাথের ললাটানল, অভাগীরে না দহিল!
নিভাইব চিতানল, আজি চিতানল' পরে।

আমার শিবকে ছেড়ে ত্রিভুবনে কেউ যাগ ক'রতে পারে না, সেই শিবকে বাবা পরিত্যাগ ক'ল্লেন। তাতে আমার শিবের যত দূর অপমান হ'তে হয়, হ'লো। আমি আমার শিবের এত বড় অপমানকে তুলে রেখে, আমোদ করতে যাব', —এও কি উচিত হয়?

অশ্বিনী। কে জানে বোন্‌—আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। আমি অবাক্ হ'য়েছি। আমার আর কথা আসে না। এর চেয়ে এখানে না আসাই ভাল ছিল।

সতী। (কিঞ্চিৎ চিন্তার পর) আচ্ছা দিদি! তোমরা যাও। দেখি যদি পারি, আমিও যাব।

অশ্বিনী। আবার "পারি" কেন? "পরেই" বা কেন? চল'না এক সঙ্গেই যাই।

সতী। না—তা হবে না, দিদি। আমার একটু কাজ আছে।

অশ্বিনী। কাজ আর কি? শিবকে বলা?

মঘা। ওমা সে আবার কি? বাপের বাড়ী যেতে বুঝি স্বামীকে ব'লে যেতে হয়। তোর যে সঁতি! সকলই বাড়াবাড়ি।

সতী। না—তাঁরে আর ব'লতে হবে না। তোমরা যাও, আমি পরে যাব।

অশ্লেষা। আবার "পরে" কেন? সাজ গোজ করা—তা আমরাই ক'রে দিচ্ছি। গহনা টহনা কিছু তো নেই। তা, নেই নেই—তার জন্যে ভাবনা কি? আমরা সাতাশ জন আছি, এক এক খানা খুলে দিলে গায়ে ধ'রবে না।

সতী। না—না দিদি! তোমাদের কষ্ট ক'রতে হবে না। আমার কিছুরই আবশ্যক নেই।

শান্তিরামের প্রবেশ।

বলদ দাদা রথে বাঁধা, দাঁড়িয়ে আছে মা—
খুড় ছুড়ছে, মাটি খুঁড়ছে, থামে না আর পা।
হাতে দড়ি, পাঁচন বাড়ি, রথে নন্দী দা।
বেলা গেল' সন্ধে হ'লো, কখন যাবি মা?

অশ্লেষা। ওমা এ কেগো?

মঘা। জান্‌তে পারছো না? ও একটা ভূত।

শান্তি। পাঁচটা ভূতে একটা ভূত, ভূতে নাচায় ভূত!
ভূত দেখে ভূত আঁতকে ওঠে, এ বড় অদ্ভুত!
শাস্তে, চিস্তে পারিস্ ভূত!
শাস্তে, জ্যান্তে মরা ভূত!

(প্রস্থান)।

মঘা। ওমা! ওটা কি ব'লে গেল গো! বলদের আবার রথ কি?

অশ্বিনী। সত্যি! সে কি? বলদের রথে যাবে কেন? আমরা সব এক রথে যাব। চলো আর বিলম্বে কাজ নেই।

সতী। তোমরা ক্ষমা কর। আমার ও সব কিছুই কাজ নেই। তোমরা যাও। (জয়াকে ইঙ্গিত করিয়া) জয়া! চল্—আমরা এখনি আসছি।

(জয়া ও সতীর প্রস্থান)।

মঘা। আমাকে ভালই বল', আর মন্দই বল'—পাগলের সঙ্গে থেকে সতীও পাগল হ'য়েছে।

অশ্বিনী। তা যাই হোক্—সতী গেল কোথা ?

মঘা। প্রভুকে বুঝি ব'লতে গেলেন।

জয়ার প্রবেশ।

অশ্বিনী। জয়া! সতী কোথায় ?

জয়া। মা চ'লে গেছেন।

অশ্বিনী। কোথায়!

জয়া। বাপের বাড়ী। নন্দীর সঙ্গে—বৃষ রথে।

অশ্বিনী। সে কি ? আমাদের সকলকে রেখে আপনি চ'লে গেল ?

মঘা! তাবাতে ঘরের সবই উল্‌টো।

অশ্বিনী। চল তবে, আর থেকে কি হবে ? আমরাও যাই।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দক্ষপুরী—প্রসূতীর গৃহ দ্বার।

দক্ষ, প্রসূতী, সনকা ও সভাপাল আসীন।

দক্ষ। হা ধিক্! হা ধিক্! হা ভাগ্য! হায় ব্রহ্মণ্য তেজ! হা রাজদর্প! হা গর্ব্ব! সব খর্ব্ব হলি? তুই ত্রিভুবন জয়ী হ'য়ে নারী হস্তে পরাস্ত হ'লি! (উচ্চৈঃস্বরে) সভাপাল! কি হ'লো? সব যে যায়। আর যে সহ্য হয় না। রাজ্ঞি! তোমার পায়ে ধরি, আর কেন? যজ্ঞের জন্য যত পট্ট বস্ত্র, যত ঘৃত আয়োজন হ'য়েছে, সব গায়ে জড়িয়ে অনলে পড়্'বো না কি?

(শিরে করাঘাত)

আমার যেন অকালে আসন্ন কাল উপস্থিত! এ কি হ'লো? মহিষী আত্মহত্যা করে নাই তো? সব পারে, সব পারে—ওরে, নারী জাত সব পারে। সভাপাল! দেখ' কি? সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। ঐ দেখ' ভূতলে—নিস্পন্দ—নির্নিমেষ। বোধ হয় বেঁচে নাই। (গাত্র স্পর্শ করিয়া) আছে—এখনও আছে—শ্বাস আছে। মহিষী! প্রেয়সি! প্রসূতী! চাও—একবার কথা কও। হায়, আমি হতভাগ্য! আমি নিতান্ত নির্দ্দয়—আর এ দশা দেখ্‌তে পারি না। সভাপাল! রাজ্ঞীকে উঠাও—সেবা কর।

সনকা। মা! গা তোলো। দেখ্‌ছো না, মহারাজ কত কাতর! তুমি তো মা পতিব্রতা সতী—

প্রসূতী। (সুপ্তোত্থিতার ন্যায়) কৈ সতী কৈ? কৈ,আমার মা কৈ? কৈ আমার কৈলাসবাসিনী ঈশানী কৈ? কৈ আমার নয়নতারা কৈ? কৈ সনকা, তুমি যে সতী ব'লে ডাকছিলে—কৈ আমার মা কৈ?

দক্ষ। এ যে বিষম উন্মাদ! সভাপাল! এ কি প্রমাদ! রাজ্ঞী যে একেবারে উন্মাদিনী হ'য়ে উঠ্‌লো! এখন উপায় কি?

মঘা। কেন? সতীর জন্য এত? তবে আর ভাব্‌তে হবে না। সতী তোমার আসছে।

প্রসূতী। (সরোদনে) ওমা! কেন আর মিছে কথায় তোর মাকে ভুলাস্।

মঘা। ওমা! মিছে বলি তো চ'খের মাথা খাই—জিভ খ'সে পড়ুক।

প্রসূতী। বালাই! ও কি কথা? (অশ্বিনীর প্রতি) হ্যাঁ মা অশ্বিনী! ও কি বলে? আমার সতী কি আর আস্‌বে? সে কি এসে, আর "মা" ব'লে ডাক্‌বে?

অশ্বিনী। আস্‌বার সময় আমরা কৈলাসে সতীর কাছে গিছলুম—সত্যই সে আসছে মা।

অশ্লেষা। এতক্ষণ যে কেন' এসে পৌঁছায় নি—তাই আশ্চর্য্য!

প্রসূতী। ওমা! তোরা কি ব'লছিস! কৈলাসে গেলি যদি, তবে সঙ্গে ক'রে আনলি নি কেন? সে আবার কার সঙ্গে আসছে? তোরা তিনজন কি এগিয়ে এসেছিস্।

অশ্বিনী। না মা! আমরা সাতাশ জনই এসেছি। সতীকে আনতে গেলাম সতী তার ঘরে আমাদের ফেলে রেখে, আপনি এগিয়ে এসেছে।

প্রসূতী। ওমা সে কি! তোদের সঙ্গে না এসে তোদের ফেলে রেখে এলো —এ কেমন কথা!

মঘা। "কেমন কথা"—জান না? ঠাকার! অহ্মার! আমাদের রথে এলে ছোট হবে, তাই আপনার রথে আসছে। অশ্লেষা দিদিও ন্যাকার মত কথা ব'লছে—সতী আগে আসেনি ব'লে আশ্চর্য্য ভাবছে। আমরা এলেম চন্দ্ররথে—শূন্য পথে, বাতাসের মত। সে আসছে বলদের রথে—হটর্—হটর্—হটর্। না ব'লেও বাঁচিনে। এত দিনের পর মার কাছে এলেম, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কেউ বলে না,—কেমন আছিস? কেই বলেনা—ব'স। কেউ বলেনা—কিছু খা—চেয়েও দেখে না। কেউ ভাল কথাও কয় না। কেবল সতী! সতী! সতী!

প্রসূতী। ওমা! কি বল্লি? তোর মার দশা দেখেও কি তোর দয়া মায়া হ'লো না? পেটের সন্তান হ'য়েও তোরা আমার মর্ম্মব্যথা বুঝলি না?

তোরা যে এসে "মা" ব'লে ডাক্‌লি, তাই উঠে ব'সেছি। তোদের সঙ্গে যদি সতী আস্‌তো, তবেই আমার মনের আগুণ নিবে যেত'। আমি "সতী" "সতী" করি—তা'তে কি মা, তোদের প্রতি আমার ভিন্ন ভাব আছে? সতী তোদের সবারই ছোট—তার বয়স কি? তার মুখ পানে চা'বার জন কে আছে? সেই কবে গেছে, আর কি সে অবধি সে এসেছে?

মঘা। আমরাও তো অনেক দিন গিয়েছি।

প্রসূতী। ভালই তো—যজ্ঞের উৎসবে তোরাও আস্‌বি সেও আস্‌বে, দেখে প্রাণ শীতল হবে। তা অভাগিনীর কপাল দোষে, মহারাজের রাগে সে আশা ঘুচে গেছে। এতেও কি মার প্রাণ স্থির থাক্‌তে পারে? হায়! পতি নিদয় হ'লেন, তোরা পেটের সন্তান—তোরাও বিমুখ হ'লি! তবে আর এ ছার জীবনে কাজ কি? হা কঠোর প্রাণ! তুই এখনই নির্গত হ।

(বক্ষে করাঘাত)।

অশ্বিনী। (প্রসূতীর হস্ত ধারণ করিয়া) ওমা! ক্ষান্ত হও, মঘাকে তুমি কি জান না? ওর বাক্যের দোষে সব নষ্ট হয়। এমনই ক'রে কথা ব'লে, সতীকে জালিয়ে এসেছে। ওর কথার জ্বালায় তো সে আমাদের সঙ্গে এলো না। আবার এখানে এসে তোমাকে জ্বালাচ্ছে। ওকি কারও দুঃখ বোঝে? ওর আপনার হ'লেই হ'লো।

মঘা। কবে আমি আপনার কোলে টেনে, তোমার ভাগ তোমায় বঞ্চিত ক'রেছি? আমি তোমাদের এত বিষ? তবে আমার আর এখানে থাকা কেন? (প্রস্থান।)

নেপথ্যে—কোলাহল।

ওমা! তোর সতী—ওমা দ্যাখ, তোর হারানিধি সতী এলো।

প্রসূতী। কৈ—আমার মা কৈ? সত্যই কি আমার সতী এসেছে?

(উঠিবার চেষ্টা)

গীত।

কোথা সতি? কৈ সতি? মম সাধনের সার ঘন।
হয় যার অদর্শনে, পলকে প্রলয় জ্ঞান॥

সভা। মহারাজ, স্থির হ'ন। শোকে, অনাহারে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হ'য়ে, অজ্ঞানের মতন ছিলেন। সনকার আহ্বানে জেগে উঠে স্বপ্নের ঘোরে কথা ক'চ্ছেন। আপনি চিন্তা ক'রবেন না। এখনই প্রকৃতিস্থা হবেন।

দক্ষ। (প্রসূতীর প্রতি) রাজ্ঞি! ক্ষমা দাও—শান্ত হও—শান্ত হও। তোমার সাতাশটী কন্যা আসছে, তবু কি হবে না? তারা কি মেয়ে নয়? একটীর জন্য এত?

প্রসূতী। সেইটীই আমার পূর্ণিমার চাঁদ—আর যে সাতাশটী—তারা তো সেই চাঁদ-ঘেরা তারা মহারাজ!

দক্ষ। সে চাঁদের কি অমাবস্যা নাই? সে চাঁদ আজ উদয় হবে না। আজ নক্ষত্র দেখেই তৃপ্তি পেতে হবে।

প্রসূতী। মহারাজ! যত দিন না সে চাঁদ উদয় হবে, ততদিন আমি অন্ধ। সে চাঁদ বিনে আমার আশা তোমরা ছেড়ে দাও। আমায় কেউ দেখো না—ডেকো না। আমার সঙ্গে আলাপ ক'রো না—আমি আছি, আর ভেবো না। যাও, সবাই এ ঘর ছেড়ে যাও, নয় তো আমায় দূর ক'রে দাও—আর যদি কেউ আপনার জন থাকো, তো একটু বিষ এনে দাও।

দক্ষ। সভাপাল! আর কি ক'রবো? নিরাশা—একেবারে নিরাশা! মান গেল—সম্ভ্রম গেল—দর্প গেল—তেজ গেল—সম্পদ গেল, আর কেউ নাম করবে না—আর কেউ প্রজাপতি রাজর্ষি ব'লে মানবে না। এই যজ্ঞ সম্পন্ন না হ'লে ব্রহ্মণ্য তেজও খর্ব্ব হবে। যা সহিতে পারি নে, তাও সহিলেম—যা দেখ্তে পারিনে, তাও দেখ্লেম। আর কিছু তো আমা হ'তে হয় না। আমি চ'ল্লেম, তুমি পার তো দেখ'। দেখি, তপোবনে নূতন প্রসূতী জন্মে কি না?

সনকা। মহারাজ তার জন্মদাতা হ'য়ে, কেমন ক'রে তাকে নিয়ে যজ্ঞ ক'রবেন!

দক্ষ। তুই চুপ্ কর্, তোর কাছে তখন বিধান জানবো।

সভা। মহারাজ! ক্ষমা করুন। আপনি এক্ষণে যান, এ দাস এখানে আছে।

দক্ষ। তাই কর্ত্তব্য। যদি যজ্ঞ না হয় সেও ভাল, তথাপি অযোগ্য কথায় আর থাক্‌বো না। যদি ত্রিলোক বিপক্ষ হয়, তথাপি দক্ষ আর নত হবার নয়। এই মস্তক যত দিন স্কন্ধে থাক্‌বে, ততদিন স্তুতি বাক্য আর বল্‌বে না—এই প্রতিজ্ঞা। (প্রস্থান)।

সভা। মা! কি ক'রলেন মা! আপনি বুদ্ধিমতী, আপনাকে বুদ্ধি দেয় এমন কে আছে! আমাদের অদৃষ্ট দোষে, আপনি অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্মের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছেন না। সকলে সমান বোঝে না। বিধাতা দুটীকে এক ভাবে নির্ম্মাণ করে না। যদি এক জন অবুঝ্‌ বা অধীর হয়, অন্যে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে, অমঙ্গল ঘুচায়।

নেপথ্যে—কোলাহল।

সভা। মা! বোধ হয়, চন্দ্রলোক হ'তে রাজকন্যারা এলেন। একটু সুস্থ হ'য়ে উঠে বসুন। তাঁদের দেখে ভুলে যান। আমি এখন চল্লেম! সনকা! তুমি যাও, তাঁদের এখানে ডেকে আন' গে।

(সভাপাল ও সনকার প্রস্থান)।

অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘার প্রবেশ।

মঘা। ও পোড়া কপাল! একি! মা এমন ক'রে মাটিতে প'ড়ে কেন?

অশ্বিনী। ওমা! কেন গা এমন ক'রে রয়েছিস্‌?

অশ্লেষা। হ্যাঁগা মা! বাবার ওপর কি রাগ ক'রেছিস্‌।

মঘা। ভাল মা! রাগ ক'রেছো তো বাবার ওপর—আমরা কি ক'ল্লেম? আমাদের দেখে উঠ্‌ছো না, কথাও ক'চ্ছো না।

প্রসূতী। (সরোদনে) বাছারে! তোরা এলি, প্রাণ জুড়ুলো। এই সঙ্গে যদি আমার জনম-দুঃখিনী সতীর চাঁদ'মুখ-খানি দেখ্‌তে পেতুম, তবে কি সুখই হ'তো! আমি উঠ্‌বো কি মা—আমার আজ ওঠবার শক্তিও নেই, ইচ্ছাও নেই।

সাধের সুবর্ণলতা, কৈ মা আমার সতী কোথা?
"মা" ব'লে মা! জুড়ারে ব্যথা, শীতল কর প্রাণ।

ভবানী ভুবনমোহিনী, হারানিধি নয়নমণি!
আয় মা কোলে, নয়ন ভরি, হেরি তোর চাঁদবদন।

অশ্বিনী। ওমা! এখন উঠোনা, উঠোনা, তোমার গায়ে এখন শক্তি নেই।

প্রসূতী। ভয় নেই মা। আর আমি প'ড়বো না। আমায় যেতে দাও—আমি মাকে কোলে ক'রে আনি।

অশ্বিনী। না মা—তোমার যাওয়া হবে না, আমরা গিয়ে তারে আন্‌ছি!

(অশ্বিনী ও অশ্লেষার প্রস্থান)

সতীর প্রবেশ।

সতী। (সরোদনে) ওমা! তোর কাঙ্গালিনী সতী এলো—একবার কোলে নে মা। আমার প্রাণ শীতল হোক্।

প্রসূতী। (সতীকে আকর্ষণ করিয়া) সতিরে! তোর দুঃখিনী মাকে কোন্ প্রাণে ভুলে ছিলি মা? অনেক দিনের পর বিধুমুখ খানি ভাল ক'রে দেখে প্রাণ জুড়াই। আ মরি! মার আমার এমন যে সোণার বরণ, যেন কালী ঢেলে দিয়েছে—এমন যে ঢল' ঢল' মুখ—একেবারে যেন শুকিয়ে গেছে!

গীত।

ছিল যে আনন—
বালার্ক কিরণ সম, মোহিত মুনির মন,
নাহিক সে শোভা হেন!

যে দেহে ছিল বরণ, হেম জিনি সুবরণ,
হ'য়েছে কেন এমন?
নলিনী মলিনা হয়, নীহার পতনে যেন!

কি ক'রে মা প্রাণ ধ'রে, ছিলে ভুলে জননীরে ?
বিধুমুখে মধুর স্বরে, 'মা' ব'লে, 'মা' ব'লে ডাকি,
জুড়াও তাপিত প্রাণ ॥

সতিরে! তোর মুখ দেখে বুক যে ফেটে যায়। হ্যাঁমা সতি! ছেলেবেলায় যে এত মায়ার পুতলি ছিলি, এখন কেমন ক'রে একেবারে পাষাণ দে বুক বাঁধ্‌লি? কত লোকে ব'লতো—তোমার মেয়ে আস্‌তে চায় না, জামায়ের দোষ কি? মেয়ে এলে কি জামাই রাখতে পারে? তুই এই বয়সে কেমন ক'রে মাকে ভুলে থাক্‌তে পারতিস্?

সতী। এও কি হয় মা! তোমায় দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ যে কি ব্যাকুল হ'তো, তা আর কথায় কি জানাবো? এই আসাতেই কেন বোঝ না? আমাদের কি যজ্ঞে নিমন্ত্রণ হ'য়েছে? বাবা কি কাঙ্গালিনীকে আন্‌তে পাঠিয়ে ছিলেন? যদি তোমার জন্য প্রাণ না কাঁদবে, তবে কি আসি মা? আমার কি মান অপমান, ঘৃণা লজ্জা নাই? আমার কি যজ্ঞ খাবার এতই লোভ? উৎসব দেখা, আর যজ্ঞ খাওয়ার জন্য এত অপমান কি কেউ সহ্তে পারে মা? আমি যেন আজ ভিখারিণী—রাজা রাণীর মেয়ে তো ছিলাম।

গীত।

মা হ'য়ে নিদয়া এত, হ'লি গো কেমনে?
ভিখারী-ঘরণী ব'লে, ঠেলিলি চরণে।

আদরিণী মেয়ে যত, সব হ'ল নিমন্ত্রিত,
মেয়ে ব'লে, আমায় কি মা পড়েনিকো মনে?

জেনেছি মা তোর মমতা, পেয়েছি দারুণ ব্যথা,
পতি অপমান হেন, সহেনা পরাণে।

কাঙ্গাল ভাবিস্ আমার পতি, সে যে গো বিশ্বপতি,
সে বিনা নাইকো গতি, ভুলিলি কেমনে?

প্রসূতী। সতিরে! আর সইতে পারি না। তুই সব জানিস্—তোর পিতৃব্য নারদের মুখে তো সব শুনিছিস্,তবে কেন আর বাক্য-বাণ হানিস্ মা? আমি জন্ম জন্মান্তরে কত শত পাপ করেছি, তাই বিধি এই শেষ দশাতে নিদয় হ'য়ে সুবুদ্ধি পতিকে কুবুদ্ধি দিলেন। নৈলে আমি অবলা অজ্ঞানী হ'য়েও যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, মহারাজ জ্ঞানী পুরুষ হ'য়ে, শুধু রাগের ভরে তায় অন্ধ হ'লেন —আগ পাছ ভাব্‌লেন না। সম্পদে, বিপদে, আশ্রয়ে আপনে যে শিব বৈ জানেন না, একেবারে উন্মত্ত' হ'য়ে সেই প্রাণ-তুল্য শিবের প্রতি এত বিমুখ হ'লেন। তোর উপর যে এত দয়া মায়া, তাও ভুলে গেলেন। একি সামান্য দুঃখু! সতীরে। তুই কোথায় এখানে এসে আমোদ আহ্লাদ কর্‌বি, না—এই সব মর্ম্মান্তিক কথায় জ্বালাতন হ'তে হচ্ছে!

সতী। মা! আমি ঐ কথাতেই থাক্‌তে এসেছি, আমোদ আহ্লাদে মিশ্‌তে আসিনি। এতে আমি জ্বালাতন হব' না। এই অভাগিনী মেয়ের জন্য তোমার এত জ্বালা! আমি কি কুক্ষণেই জন্মেছি'লম! আমি নিশ্চয় বুঝেছি এই পাপ দেহ থাক্‌তে আমার মা বাপের আর তিলেকের তরেও স্বস্তি নাই। এখন এই পাপ দেহ ত্যাগ ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত দেখি না। যতক্ষণ না তা ঘট্‌ছে, ততক্ষণ কোন দিকেই মঙ্গল নাই।

প্রসূতী। (সরোদনে) ওমা সতি! তুই কি বলিস্? কোন্ প্রাণে মায়ের মুখের ওপর এমন কুকথা মুখে আন্‌লি! এই কি তুই মায়ের ব্যথা বুঝলি! তোর দোষ নেই! কপাল যখন পুড়ে যায়, অমৃতও তখন বিষ হয়। সতিরে! আর যে আমার সয় না। তোর আসবার আগেই প্রাণ—যায়-যায় হ'য়েছিল—কেবল তোর আসার আশাতেই যায় নি। তোকে দেখে মহারাজের সুমতি হবার আশা ছিল, তা হ'লো না। আর না—এখনই এ প্রাণ ত্যাগ ক'র্‌বো।

সতী। ওমা! আর তোমার এ যাতনা দেখ্‌তে পারি না। যা হবার হয়েছে—বাবা যা কর্‌বার, তাতো করে ব'সেছেন। তুমি শান্ত হও মা! একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, যাতে সকল দিক্ রক্ষা হয়। যতক্ষণ তাঁর জামায়ের উপর বাবার রাগ নিবারণ না হয়—ততক্ষণ এ পক্ষেই কি, আর সে পক্ষেই

কি—কোনও পক্ষেই মঙ্গল হবার উপায় নেই। এখন কেবল বাবাকে বুঝানই কাজ।

প্রসূ। মা সতি! আমি কি বুঝাতে ত্রুটি ক'রেছি? তুই ছেলে মানুষ, কচি মেয়ে—তুই আর কি দেখ্‌বি?

সতী। মা! আমি বাবার পাদপদ্ম একবার দেখ্‌বো। তাঁর কাছে দাঁড়াব, তাঁর কাছে তাঁর রাগটী আজ ভিক্ষা চাব। আমি মেয়ে, তিনি পিতা। আমি তাঁর গলা ধ'রে ছেলে বেলায় যখন যা চেয়েছি, যার জন্য আব্দার ক'রেছি, তিনি তখনই তা দিয়েছেন। আমি তো সেই মেয়ে, তিনিও তো সেই পিতা। আমি আজও তেম্নি করে চাব, সেই রূপ আব্দার ক'রবো। তিনি কখনও আমায় "না" বল্‌তে পার্‌বেন না। তাঁর জামাই তাঁর মান রাখেন নি, সেই জন্য তাঁর রাগ—সেই জন্য তাঁর অভিমান। আমি পায়ে ধ'রে কেঁদে, তাঁর রাগ আর অভিমান ঘুচাবো। তাঁর জামাই যেমন তাঁর অপ্রিয় কাজ ক'রেছেন, তিনিও তেমনই তাঁরে নিমন্ত্রণ না ক'রে অপমান ক'রেছেন। সেই অপমানকে মাথায় রেখে আমি আপনা হ'তে এসেছি—এতো বাবা বুঝবেন্। মা! অনুমতি কর, আর কেন বিলম্ব কর?

গীত।

অনুমতি দাও মাতঃ! যেতে পিতৃ সন্নিধানে!
অভিমানী নহি আমি, আশুতোষ অপমানে।

ধরাতে দেহ লুটাব, পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাব',
ছুদিকে ফলিবে শিব', শিবহীন যজ্ঞস্থানে।

বাল্যেতে বাসনা যত, চেয়েছি পেয়েছি কত,
সতীরে বিরূপ এত হইবে কেমনে?

ভিখারীর ভিখারিণী, এসেছি আমি ঈশানী,
শান্ত হব' শুনে বাণী, মম প্রতি ক্ষমা দানে।

প্রসূতী। ওমা সে কি? আর একটু বোস্। অনেক দিন তোর চাঁদ মুখে কিছু দিইনি—আগে কিছু খা মা।

সতী। না মা! ও কথা এখন ব'লো মা। আগে বাবার কাছে যাই, ভিক্ষা চাই। ভিক্ষা পাই তো, তবে এসে খাবো। ভিক্ষা না পাই তবে— (ক্ষণিক নিস্তব্ধ) আর ঐ দেখ মা! প্রভাত হ'য়েছে, চারিদিকে কলরব হ'চ্ছে, এখন কি আর খায় মা।

[সতীর প্রস্থান।

প্রসূতী। হা বিধাতা! আমার কপালে কি এই ছিল!

[প্রসূতীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দক্ষনগরী—রাজবাড়ীর সিংহদ্বার।

নন্দী, শান্তিরাম ও দ্বারবান-দ্বয় আসীন।

শান্তি। বলদ যদি হ'লো বাঁধা,
ভেতর চলনা নন্দী দাদা। (প্রবেশোদ্যত)

দ্বার। (রোধ করিয়া) কে তুই! কে তুই? কে তুই?

শান্তি। শান্তে মুই, শান্তে মুই, শান্তে মুই।

প্র-দ্বার। কোথাকার শান্তে তুই?

শান্তি। শান্তি-পুরের শান্তিরাম,
বাবা মোর আত্মারাম।

দ্বি-দ্বার। তুই কোথা থেকে এসেছিস?

শান্তি। গরু বাঘে ভাব যেখানে, ভুত পেত্নীর বাস,
আর যেখানে গাছে, ফুল ফোটে বার মাস।
হিংসে বড়াই, ঝগড়া লড়াই, ব্যামো পীড়ে নাই।
সেখান থেকে মায়ের সাথে এলেম দুটী ভাই॥

প্র-দ্বার। ওরে ভাই! এ ব্যাটা কি বলে? এ ব্যাটা পাগল না কি?

দ্বি-দ্বার। রওনা, আমি ওর পাগলামির ঘাড় ভাঙ্গছি। (শান্তিরামের প্রতি) হ্যাঁরে ব্যাটা আত্মারামের পো! জানিস্নে,—এ রাজবাড়ী? তুই ব্যাটা এখানে পাগলামী ক'রে ম'রতে এয়েছিস কেন?

প্র-দ্বার। এ দেউড়ীতে যম যেতে ভয় করে, তুই ব্যাটা দেউড়ীর ভেতর কোথা যাবি?

শান্তি।
রাজ সভা, আর যজ্ঞি কেমন্,
দেখ্‌তে যাব আমরা দুজন।
পথ ছেড়ে দে, ওরে হাবা!
রাজা মোদের মায়ের বাবা।
রাজার কাছে যাবো যখন,
দেখ্‌বি কত আদর তখন।
রাজার কাছে ব'সে ব'সে,
লুচি মণ্ডা খাবো ক'সে।
ভাগ্‌তো যাই ফুলিয়ে ছাতি,
আমরা যে হই রাজার নাতি॥

প্র-দ্বার। মর্ বেটা! এত বড় স্পর্দ্ধা! (গলা-ধাক্কা দান)

শান্তি।
ওরে বাবা গেলুম গেলুম!
নন্দী দাদা মলুম মলুম।
ভেঙ্গে গেল গলার হাড়,
আরে ভাই ছাড় ছাড়॥

(নন্দী কর্ত্তৃক দ্বারবানের কেশাকর্ষণ)

(শান্তিরামের মুক্তি)

প্র-দ্বার। আরে ভাই! গেলুম, গেলুম। শীগ্‌গির আমায় বাঁচাও।

দ্বি-দ্বার। ভয় নেই—ভয় নেই। আমি ঠিক ক'রছি।

(নন্দীকে ধাক্কা প্রদান)

নন্দী। হুঁ—হুঁ—হুঁ! (দ্বারবানের গ্রীবা ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ)

শান্তি। হায় কি হ'লো! হায় কি হ'লো!
আছে কি আর বেঁচে।
আমার জন্যে দুটো ম'লো!
পাপে ম'রবো প'চে।
(শান্তিরামের শুশ্রূষা)

উভয় দ্বার। ও বাবা! উঃ বাপরে—গেলুম! মেরে ফেলেছে।

শান্তি। হায়—রে বোকা, রজপুত!
জানিস্‌নে যে শিবের দূত।
যম দূতেরা পলায় ত্রাসে,
তারে মারলি কোন্ সাহসে?

বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণ। অ্যাঁ একি? দ্বার-রক্ষকের এ দশা ক'র্‌লে কে?

প্র-দ্বার। ঐ যে হনুমান,—না ভূত—না কি?

বৈষ্ণ। (দৃষ্টি করিয়া) ও বাবা! এ-কে?

শান্তি। কৈলাসের ও নন্দী দাদা।
শান্তিরাম যার পায়ে বাঁধা।

বৈষ্ণ। ও হরিঃ! বুঝিছি—এ সেই ভুতুড়ে বেটার ভূত। আরে ম'লো। নিমন্ত্রণ হয়নি—তবু এসে দৌরাত্ম্য ক'র্‌ছে। (চীৎকার পূর্ব্বক) ও নগরপাল মশাই! একবার শীঘ্র এদিকে আসুন।

নগর-পালের প্রবেশ।

নগর। একি? ব্যাপার খানা কি?

বৈষ্ণ। ঐ দেখুন, রাজা নিমন্ত্রণ করেন নি, তাই রাগ ক'রে একটা ভূত পাঠিয়েছে। যে অত্যাচার দমনের জন্য রাজা যজ্ঞ করলেন, সেই অত্যাচার তাঁর নিজ পুরীতে।

নগর। কেও: নন্দীকেশ্বর! তুমি ভাই জ্ঞানী হ'য়ে এমন কাজ কেন

ক'র্‌লে ? এক তো, তোমাদের এখানে আসাই উচিত হয় নি। যদি বা এলে, এমন অত্যাচার কেন ?

বৈষ্ণ। হা! হা! হা! ভূতের আবার উচিত অনুচিত বোধ! বেশ ব'লেছেন যা হোক্। আপনি ভয় পেয়ে স্তব ক'রছেন নাকি? দূর ক'রে দিন না। ও ব্যাটা আবার "নন্দীকেশ্বর"! ওর ঈশ্বর যেমন ঈশ্বর—ও ব্যাটাও তেমনই ঈশ্বর! ভূতকে আবার ভয়? দূর ক'রে দিন্, দূর ক'রে দিন্—যজ্ঞ নষ্ট হবে।

(নন্দী কর্তৃক ত্রিশূল দ্বারা বৈষ্ণবের কণ্ঠ স্পর্শ)

বৈষ্ণ। অঁ্যা—ও! অঁ্যা—ও! উঃ—উঃ—উঃ।

নগর। কি উৎপাত! এ যে বিষম দায় দেখ্‌ছি। (দ্বারবানের প্রতি) দর্পরাম! তুমি যাও, সভাপাল মহাশয়কে ডেকে আন গে।

(দর্পরামের প্রস্থান)

শান্তি। কণ্ঠিমালা তিলক ছাপা, গায়ে দেখি চক্ চক্।
নামের ঝুলি হা'তে বগ্‌লি, ক'রতেছ ঠক্ ঠক্।
কালো ঠাকুর ভাল তোমার, ধ'লো হলেন বিষ!
কালো ধ'লো এক যে তাঁরা, পাওনি কি হদিস ?

সভাপালের প্রবেশ।

নগর। মহাশয়! নমস্কার। নিমন্ত্রণ না হওয়াতেই হোক, আর যে জন্যেই হোক্, নন্দী এখানে এসে বড় দৌরাত্ম্য ক'রছে। এই দ্বার-রক্ষক আর বৈষ্ণব বাবাজীকে ত্রিশূলের খোঁচা মেরে বাক্‌রোধ ক'রে দেছে।

সভা। ওরা অবশ্যই কোন অপরাধ ক'রে থাকবে! কৈ? তোমাকে আমাকে তো কিছু ব'ল্‌ছেন না।

নগর। অপরাধের মধ্যে—দ্বাররক্ষক দ্বারে প্রবেশ ক'র্‌তে নিষেধ ক'রেছে। এই বৈষ্ণব-বাবাজী দু-এক কথা ব'লেছে বটে।

শান্তি। ঠাকুর্দাদার বাগ দেখ্‌তে যেতে ধাক্কা খাই!

দয়াল শিবকে গাল দিয়েছেন ঐ বৈরাগী ভাই।

সভা। কেও শান্তিরাম যে? ভাল আছো তো? কোথা থেকে?

(প্রণাম করণ)

শান্তি। কৈলাস থেকে কৈলাস থেকে, নন্দী দাদার সাথে!
মা এসেছেন বাপের বাড়ী, এলেম্ মায়ের রথে।

সভা। কৈলাসে গিছ্‌লে? মার রথে এসেছ? ধন্য শান্তিরাম! তোমার দর্শনে পবিত্র হ'লেম।

নারদের প্রবেশ।

(সভাপাল ও নগরপালের প্রণাম করণ)

শান্তি। এই চরণ ধুলো পেয়ে হ'লো শান্তে মড়া তাজা!
কৈলাসে আর গোলোক-ধামে, ভিজেছে তার গাঁজা!
সেই প্রাণের ঢেঁকী, কোথায় রাখি, এলে ঠাকুর কও।
ঢেঁকী বাঁধবো, যাগ দেখ্‌বো, সঙ্গে ক'রে লও॥

নারদ। (সহাস্তে) শান্তিরাম. কার সঙ্গে এলে? এই যে, নন্দীও যে।

সভা। কনিষ্ঠা রাজকন্যা সতী মাও যে এসেছেন।

নারদ। হুঁ! তবে তো প্রতুল বটে।

সভা। (সহাস্তে) আপনি যখন নিমন্ত্রণের কর্ত্তা, তখন আর অপ্রতুল কি?

নারদ। আমি কি নিষিদ্ধ স্থলে নিমন্ত্রণ করি?

সভা। তবে, শান্তিরামের কৈলাস-গমন কিরূপে হ'লো?

নারদ। সে কেবল দর্শন মাত্র, উদ্দেশ্য।

সভা। আপনার তো "দর্শন"—এ দিকে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার উপস্থিত।

নারদ। কোথায়? এখানে—এই যা দেখ্‌ছি?

সভা। এ তো সামান্য। পুরী মধ্যেই ভয়ঙ্কর।

নারদ। অগ্রে তো দ্বার পার হওয়া যাক্। পরের কথা পরে। নন্দী ভায়া! এ নির্ব্বোধ বাবাজীর মুক্তি কর।

(নন্দীর ত্রিশূল স্পর্শে মুক্তি লাভ)

সভা। তবে আর অপেক্ষা কেন? চলুন।

নারদ। ভায়া এখন কোথায়?

সভা। মন্ত্রণা গৃহে: শুনলেম, সতীও সেখানে গমনোদ্যতা—

নারদ। তবে, "শুভস্য শীঘ্রম্"। শান্তিরাম এস, নন্দী ভায়া! যাবে কি? তবে এস।

(সকলের প্রস্থান)

— —

পঞ্চম অঙ্ক

দক্ষপুরী—মন্ত্রণাগৃহ।

দক্ষ ও নারদ উপস্থিত।

দক্ষ। তার পর ভায়া! যজ্ঞের কথা কিরূপ হ'লো শুনি?

নারদ। ঐ সেই কথা। আমাকে দেখে সব ঋষিরা ব'ল্লেন—ওহে নারদ! শুনলেম্ শিবহীন যজ্ঞ! তা—ঈশান ভিন্ন যজ্ঞ কিরূপে হবে? ঈশানের ভাগ না দিলে, যজ্ঞ-সিদ্ধি হয় না। প্রজাপতি দক্ষ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, তায় তুমি অধ্যক্ষ—তবে এমন অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কেন ঘ'টলো? আমি ব'ল্লেম—শিব কি? ব্রহ্মা কি? বিষ্ণু কি? কেবল নির্গুণের বিকৃতি মাত্র। নির্গুণ হ'তে ত্রিকার্য্যোদ্দেশে ত্রিভাগে ত্রিগুণ সৃষ্টি—এই মাত্র। একাধারে যদি সেই গুণত্রয় বর্ত্তিয়ে দেওয়া যায়, তবে তিন জনকে আরাধনা কর্‌বার আবশ্যক কি? একাধারে ত্রিগুণ—এমন আধার হ'চ্চেন—"হুতাশন"। অগ্নিতে রজো গুণ বিদ্যমান, পালন-কারী সত্বগুণও আছে, আর অগ্নির সংহারক শক্তির কথা বলা বাহুল্য।—সুতরাং তমোগুণের অভাব কি?

দক্ষ। বেশ ব'লেছ ভায়া! আমার মনোগত কথা ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছ'। ধন্য নারদ! ধন্য ভায়া! ধন্য তপোবল! ধন্য তোমার বুদ্ধি!

নারদ। আমি আরও বুঝিয়ে দিলুম—সামান্য যাজ্ঞিকগণ হুতাশনকে যজ্ঞেশ্বর ক'র্‌তে সাহসী হয় নাই ব'লে, এত কাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের এত প্রভুত্ব! কিন্তু এবার বড় শক্ত যাজ্ঞিকের হাতে প'ড়েছেন। অগ্নির অসীম গুণ—তিনি সর্ব্বভুক্—সকল খান, সকলের হ'য়ে খান। সেই অগ্নি থাক্‌তে আবার এ দেবতা, ও দেবতা! ইনি এলেন কি না, উনি এলেন কি না—তাও কি আবার ভাব্‌তে হবে? তবু যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, সেই অনুগ্রহই যথেষ্ট। জামাতার বা কি সংহার-শক্তি? শ্বশুরের যে তেজ—যে তমঃ আছে, তার কণামাত্র যজ্ঞাগ্নিতে ছেড়ে দিলে সর্ব্বনাশক হ'য়ে উঠ্‌বে—তার সন্দেহ নাই।

দক্ষ। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) ভাই! আজ জানলেম্ তুমিই আমার যথার্থ সহোদর। আমি চির ঋণে বদ্ধ থাকলেম্। তোমা ভিন্ন এ যজ্ঞ সম্পন্ন করা দুরূহ ব্যাপার হ'তো। এখন বুঝলেম্, তোমা হ'তেই অহঙ্কারীর "অহং" চূর্ণ— তোমা হ'তেই মস্তক উন্নত হবে।

নারদ। আমা হ'তে কিছুই না—সব আপনার নিজগুণে—আমি উপলক্ষ মাত্র। এই অশিব যজ্ঞটীর ফল যে কি আশ্চর্য্য হবে, তা ধ্যান ক'রলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—আপনার কি আর এই নরাকৃতি থাকবে? তখন আপনার শ্রী আর এক ভাব ধারণ ক'রবে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল-বাসী কারও সঙ্গে আপনার উপমা হবে না।

দক্ষ। (সহাস্যে) এখন হ'য়ে উঠ্‌লে হয়।

নারদ। এ তো হ'লো! আর বাকি কি?

সভাপালের প্রবেশ।

দক্ষ। সভার সংবাদ কি?

সভা। আজ্ঞে মহারাজ! দিক্‌পালেরা এসেছেন, দেবতারা এসেছেন, ঋষিরাও সকলে এসেছেন, মর্ত্ত্যলোকেরও রাজা প্রজা কেহ বাকি নাই—আশার অতিরিক্ত জনতা হ'য়েছে। শ্রেণী বিভাগ থাকাতে কোনও রূপ গোলযোগ ঘটে নাই। যজ্ঞারম্ভের সমুদয় প্রস্তুত—যাঁদের প্রতি যে যে কর্ম্মের ভার আছে, তাঁরা সকলেই সেই সেই নির্দ্দিষ্ট স্থলে প্রস্তুত আছেন। কেহই অনুপস্থিত নাই—কেবল প্রধান সিংহাসন তিনটী শূন্য আছে।

দক্ষ। কার্ কার্?

সভা। আজ্ঞে! মহারাজের একটী—বিষ্ণুর একটী—আর পিতামহ ব্রহ্মার একটী।

দক্ষ। আমার তো থাক্‌বেই। (নারদের প্রতি) অপর দুটীর কারণ কি? তাঁরা কি আস্‌বেন না?

নার। শিবের অনাহ্বান শুনে, তাঁরাও একটু ঘাড় নেড়েছিলেন। তাঁদের যে একে তিন, তিনে এক। তা সে জন্য চিন্তা কি? এই যে হুতাশনকে

সত্ত্ব, রজস্তমো গুণের আধার করা হ'য়েছে, আজ এই সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ডতেই তাঁদের মাথামুণ্ডু ঘুরে যাবে'খন।

নন্দী ও শান্তিরামের প্রবেশ।

দক্ষ। (নন্দীকে দেখিয়া) একি? এ এখানে কেন?

সভা। আজ্ঞে, ঐ কথাই নিবেদন ক'রছিলেম। কৈলাস হ'তে সতী মা এসেছেন, রাজ্ঞীও বরণ কার্য্যে প্রস্তুতা হ'য়েছেন।

দক্ষ। এঁ্যা। সতী এসেছে? কেমন হ'লো? তারে আন্‌লে কে?

সতীর প্রবেশ, পশ্চাতে অশ্বিনী ও মঘা।

সতী। কেউ আনেনি বাবা, তোমার কাঙ্গালিনী আপনিই এসেছে।

(প্রণাম করণ)

মঘা। হ্যাঁ বাবা। সতীকে আন্‌তে পাঠাও নি কেন?

দক্ষ। না মা—আমি আন্‌তে পাঠাই নি। আর সে কথা তুলো না মা—আব সে কথা তুলো না। সতী নামে আমাব যে এক কন্যা ছিল, তা আমাকে ভুল্‌তে দাও। সতী নামে তোমাদেব যে একটী ভগিনী ছিল, তাও তোমরা ভুলে যাও।

অশ্বিনী। অমন কথা ব'লোনা বাবা। শিব যা করবার তা ক'রেছেন, সতীর মুখ দেখেও কি, সে কথা ভুলে গেলে না।

দক্ষ। না মা—সে ভোল্‌বার নয়—সে আগুন নির্ব্বাণ হবার নয়। তোমরা এসেছ সুখী হ'লেম—সেই ভাল। অন্য কথায় আর কাজ নাই মা।

প্রসূতী ও সনকার প্রবেশ।

দক্ষ। (প্রসূতীর প্রতি) এই নাও—তোমার পূর্ণ চন্দ্র এখন ছায়া-ঘেরা হ'য়ে উদয় হ'লো—বাঁচলেম! সর্ব্বরক্ষা হ'লো—আমার ভাগ্যে যা হোক্—

আমার মানের ভাগ্যে যা থাকুক্। তোমার প্রাণ জুড়ুলো সেই ভাল। অন্ত কথায় কাজ নাই, আর অন্ত কথায় কাজ নাই।

প্রসূ। (সতীর প্রতি) সারা রাত পথের ক্লেশে তোর শরীর অসুস্থ হ'য়েছে। একটু বিশ্রাম না ক'র্‌লে অসুখ হবে। চল্ ঘরে যাই—এখানে থেকে কাজ নাই। কৃশিনী! মঘা! তোরাও চল্ মা, তোরাও তো সারা রাত জেগেছিস্।

মঘা। না মা! আমাদের দিব্য রথে আমরা বেশ ঘুমুতে ঘুমুতে এসেছি। সতীর বটে বলদের রথে এসে কষ্ট হ'য়েছে।

দক্ষ। ধিক্ আমার সম্পদে ধিক্! আমার রাজত্বে ধিক্! ধিক্ আমার জীবনে ধিক্! ধিক্ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে ধিক্! আর দেখ্‌তে শুন্‌তে পারিনে। তোরা যা মা, আর ও সব কথায় কাজ নাই।

মঘা। কাজ নেই কেন বাবা? সতীর ওপর রাগ ক'রলে কি হবে? সতীর অপরাধ কি? যেমন ঘরে বিয়ে দিয়েছ, তারির মতন হ'য়েছে—সুপাত্রে দিতে, দেখে শুনে সুখীও হ'তে। এমন ঘরে দিয়েছিলে কেন?

দক্ষ। যা ভেবে দিয়েছিলেম, তা হ'লো কৈ? নারদ ভায়াই তার ঘটক, নারদ ভায়াই বরের স্তুতিবাদক, নারদ ভায়াই আমায় মজাবার কর্ত্তা! ভায়ার কথা যেমন ব্রহ্মজ্ঞান ক'রেছিলেম তেমনই জ্ঞান পেয়েছি। ভায়া বল্লেন, সব দেবতার চেয়ে মহিমাতে বড়, ঐশ্বর্য্যে বড়, রূপে, গুণে বিদ্যায় সর্ব্বপ্রকারেই বড়! আমিও তাই জানতেম্।

সতী। যা জান্‌তে বাবা, এখনও তাই। পিতৃব্য নারদ তোমায় প্রবঞ্চনা করেন নি। একটু রাগ ত্যাগ কর, তা হ'লেই আগে যেমন দেখ্‌তে এখনও তেমনই দেখবে। তোমার মত মহাজ্ঞানী যা দেখেছিলেন, তাতেও কি কখন ভুল হয়?

গীত।

কেন নিদয় আজি নিজ সন্তানে?
চিনিতে নারিলে শিবে—অ-জ্ঞানে?

হুতাশে প্রাণ কাঁপিছে সঘনে,
ঝর-ঝর, দর-দর বারি ঝরে নয়নে।
ভাবি তব অমঙ্গল, শিহরি পরাণে,
কহিব বল কেমনে?
কোথা ওহে বিশ্বনাথ, মঙ্গল আলয়!
শঙ্করী যাচে, তব পদে আশ্রয়।

হের এ দুঃখিনীর পানে, ওহে কৃপাময়।
তোমার বিহনে, কি কাজ জীবনে,
ঘুচাব নিজ হ'তে, এ ভব বন্ধনে॥

দক্ষ। না বাছা—আগেকার দেখা ভুল, এখনকার দেখাই দেখা! অনেক স্থলে অনেক লোক সম্বন্ধের পূর্ব্বে, কৌশল ক'রে এইরূপ বর দেখানই দেখিয়ে থাকে। আমাকেই যখন ভুলিয়েছে, অন্য পরে কা কথা! এ চাতুরীর বিন্দু বিসর্গ যদি তখন জানতে পারতেম্, তা হ'লে কি আমার সোণারচাঁদকে সেই রাহুর গ্রাসে ফেলে দি! তা হ'লে কি সেই বানরের গলায় গজমতি গেঁথে দিই।

সতী। বাবা! তিনি যে মায়াময়—

দক্ষ। মায়াময়ই বটে—হায়! কি অদ্ভুত মায়াবিস্তার মোহিত ক'রলে—যে আমার সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধিকেও একেবারে উড়িয়ে দিলে। তার রূপ দেখ্লেম্ যেন ভুবনমোহন—গুণ দেখ্লেম অনন্ত। স্বভাব চরিত্র যেন মহাপুরুষের ন্যায় পবিত্র। বিদ্যা বুদ্ধিতে সে যেন দেবগুরুর গুরু—এমনই বোধ হ'লো। লৌহ যে কাঞ্চনের আকার ধ'রেছিল—তা কি তখন জানি।

সতী। না বাবা! সে সব ইন্দ্রজাল নয়—যা যা ব'ল্লে সব সত্য। এর একটীও ভ্রম নয়। বড় বিষম সঙ্কটে প'ড়ে আমায় আজ লজ্জা ত্যাগ ক'রে তোমার সম্মুখে এসব কথা ব'লতে হ'চ্ছে। আমার ভাগ্যদোষে আজ কৈলাস

মাথের উপর আমার জনকের নিদারুণ ক্রোধ হ'য়ে, পূর্ব্বের অনুরাগ ঘুচে, ঘোর বিরাগ জন্মেছে। তা না হ'লে যা ভ্রম ব'লে জ্ঞান হ'য়েছে, তা সকলই জাজ্জ্বল্যমান্ দেখতে পেতেন।

দক্ষ। হায়! কি জাজ্জ্বল্যমান্ দেখ্‌তেম? জামাতার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য? এর চেয়ে আর নূতন কি দেখ্‌তেম। তার ঐশ্বর্য্যই বা ছাই কি দেখ্‌বো? শ্মশান যে তার অঙ্গ রাজ্য কি আর কেউ দেখাতে পার্‌বে? আবার রাজবেশ, রাজভূষাই বা কি দেখবো?—জটাজুট তো মাথার মুকুট—বিষাণ তো রাজ-ছত্র, বন-পর্ব্বত তো রাজপুরী—কপালে আগুন আছে, সেই তো তার রাজটীকা। বাঘছাল পরিচ্ছদ—ভুজঙ্গ কটি-বন্ধ—শ্মশান তার রাজ্য—মড়া গুলো তার প্রজা, তাদের অস্থিই তার রাজ-ভূষণ—ভস্মলেপ তার চন্দন! শুনতে পাই—আহার ব্যবহারও চমৎকার—ধুতুরা বীজ তার ভক্ষ্য—ভাং আর বিষ তার পেয়! ভোজন-পাত্রের নাম ভদ্র সমাজের অকথ্য। চণ্ডাল জাতিরও ত্যাজ্য—মড়ার মাথার খুলি! এও কি কেউ কখনও শুনেছ? আবার আমোদ আহ্লাদের কথাই বা কি ব'লবো?—মহিষের শিং বাদ্য—সঙ্গী পিশাচ—বাহন বলদ! (নন্দীকে নির্দ্দেশ করিয়া) মন্ত্রী তো ঐ ভূত। শ্রেষ্ঠ বৃত্তি—ভিক্ষা, গুণ তো তমঃ—গুরুলোকের মান-হরণ করাই কীর্ত্তি। এমন পাষণ্ডের কি একটাও গুণ আছে, যে তাই আবার ছাই দেখ্‌বো?

প্রসূ। ও মহারাজ। তোমার পায়ে ধরি—ক্ষমা কর। সতীর মুখ দেখেও কি একটু দয়া হয় না?

দক্ষ। ও গো। সতীর মুখ দেখেই তো দয়া ক'রে, ব'লছি। কি কুহকে ভুলে এমন ত্রৈলোক্য-সুন্দরী রাজকন্যা সেই বন্য পশুকে দান ক'রেছি। ভাব্‌লে আর জ্ঞান থাকে না। একবার তোমরা স্বচক্ষে চেয়ে দেখ',—ওর মুখপানে চেয়ে দেখ'—হায়! সে শ্রীছাঁদ, সে লাবণ্য, সে স্বর্ণ বর্ণ, সে জ্যোতিঃ কি আর আছে? যে স্বভাবতঃ সদা হাস্যমুখী, তার মুখে কি আর হাসি দেখ্‌তে পাচ্ছো?

প্রসূ। শুধু তোমার জন্যে মার আমার হাসি গেছে মহারাজ! শুধু তোমার পূর্ব্বেকার রাগের জন্যেই সব গেছে মহারাজ!

দক্ষ। আমার জন্যে? আমার রাগের জন্যে তোমার মা'র হাসি গেছে,

মহিবি? ভাল, তাই যেন হ'লো—তোমার মার যে এই বেশ ভূষা, এও কি আমার জন্যে? এই বেশ ভূষা কি দক্ষ-কন্যার শোভা পায়? মণি মুক্তা দূরে থাক্, ব্যাটার কি এক জোড়া শাঁখা দিবারও ক্ষমতা নাই? সম্প্রদান কালে এত যে অমূল্য বস্ত্রালঙ্কার দিয়েছিলুম, ব্যাটা কি সে সব বেচে খেয়েছে? বিবাহের সময় যে খাড়ুগাছটী দিয়েছিলে, তা ছাড়া অন্য আভরণ কি ওর গায়ে দেখ্‌তে পাচ্ছো? এমন অভাজন যদি দূর সম্পর্কের কেউ হ'তো, তাও আমার সহ্য হ'তো না—এতো যার বাড়া নাই—জামাতা। এই যে কন্যাটী দাঁড়িয়ে আছে, না জানা থাক্‌লে এরে কি রাজকন্যা ব'লে কেউ বুঝ্‌তে পারে? ওকে যারা কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছে, কেউ ব'লে দিও না—দেখ'দেখি তারা কেমন ওকে চিন্‌তে পারে?

প্রসূ। (সতীর হস্ত ধারণ করিয়া) ওমা!—মার কথা রাখ্, এখানে আর থাকিস্‌নে। আয় মা, ঘরে যাই—তোরে কিছু খাইয়ে মনের ব্যথা দূর করি গে!

সতী। (সরোদনে) না মা—আর নয়। আর ঘরে যাব না। তোমায় ব'লে এসেছিলেম পিতার পাদপদ্ম দেখে এসে—তাঁরে বুঝিয়ে, কোপানল নিবিয়ে এসে, তোমার কোলে ব'সে খাব। তা হ'লোনা মা—হ'লো না। পিতার স্নেহ-সুধা খেতে এসে ঘৃণা-বিষ পেলেম—তাই খেয়েই আজ চ'ল্লেম। জন্মের মত বিদায় হ'লেম। তোমার কাছে ব'সে ক্ষীর সর আর খাওয়া হ'লো না মা!

গীত।

বিদায় হ'লেম মা! মা এখন।
দুঃখানলে প্রাণ' জ্বলে, কত হব' মা!
আর জ্বালাতন।
তব ক্ষীর' শর, খাব' কি মা আর',
বিষমাখা বাক্যস্বর, করে মম হৃদি বিদারণ।

শিব অপমানে, মায়া নাহি আর প্রাণে,
এই দেখা তব সনে, দেখা এ জনমের মতন ॥

প্রসূতী। সতিরে!—আর কেটে কেটে লুণ দিস্ না মা! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

অশ্বিনী। ও সব কি কথা সতি! তোর দুঃখু দেখে বাবা মনের কষ্টে দুটো কথা কি ব'লতে পারেন না?

সতী। হায়! দিদি একি তাই? বাবা যদি আমার দুঃখে যথার্থই দুঃখী হ'তেন, তবে কখনও এত ঘৃণা ক'রে, এত কালকূট মাখা কথা বলতেন না। বাবা বিচার ক'রলেন না—অবিচারে সর্ব্বনাশ ঘটালেন। পিতা যা ব'লছেন তা কিছুই নয়—ওঁর জামাই যোগীশ্বর—শ্মশানে যোগ করেন, পরমাত্মার ধ্যান করেন—ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ ভাবেন, ধন, মান চান না—পরম নিধি লাভেই ব্যস্ত। পিতা পরম জ্ঞানী হ'য়ে যে সে উচ্চ ভাব বুঝ্‌লেন না, একি সামান্য দুঃখ! পিতা সকল শাস্ত্র জেনে—সতীর এক মাত্র গতি যে পতি,—কন্যার সাক্ষাতেই সেই পতির নিন্দা ক'র্‌ছেন। পিতা যতদূর কুৎসা ক'রছেন, তাঁর জামাতা সত্য সত্যই যদি তত দোষে দোষী, কি তার চেয়েও নিন্দিত হ'তেন, তবু কি তা আমার কাছে তাঁর বলা উচিত?

প্রসূ। ওমা সতি! তুই যেমন আমাদের মেয়ে, শিব তেমনই আমাদের সন্তান। পুত্রের উপর রাগ ক'রে যেমন ব'লে থাকে, মহারাজ সেই সন্তান বাৎসল্যেই ব'ল্‌ছেন।

সতী। ওমা! এ বলা যে, সে বলা নয়—তা হ'লে কি কোন কথা কহিতেম্? এ বলা—স্নেহেরও নয়, রাগেরও নয়—এ যে ঘোর ঘৃণা। বাল্য কালে বাবার কাছে ব'সেই তো শুনেছিলুম—স্ত্রীলোকের পক্ষে আর সব ধ্যান—বিপত্তি ও লজ্জার বিষয়—কেবল পতি-ধ্যানই মঙ্গলের নিদান। মা, তুমিই তো ব'লতে—পতি রাজা বা ভিখারী, সুরূপ বা কুরূপ, সুস্থ বা পীড়াগ্রস্ত, যাই হ'ন—তাঁতেই তন্ময়—তাঁরেই সেবাভক্তি ভিন্ন নারীজাতির অন্য গতি নাই, ইহলোকে তার সুখ নাই—পরলোকে তার মুক্তি নাই। হায়! কোথায় আমরা ভুলে গেলে পিতা মনে ক'রে দেবেন—না—ভাগ্য দোষে জ্ঞানী

পিতাকে আমার আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হ'চ্ছে। কোথায় পিতার কাছে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াব—তিনি কৈলাসের ভাল মন্দর কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন—না—আমাকে লজ্জা ত্যাগ ক'রে এত জনের সাক্ষাতে বাচাল হ'তে হ'লো। এ ঘৃণায় কি প্রাণ আর রাখ্‌তে ইচ্ছা করে? হায়! আমি কোথায় যাই? স্ত্রীলোক শ্বশুর বাড়ীতে জ্বালা পেলে বাপের বাড়ী জুড়াতে আসে, অভাগিনীকে সে সুখেও বিধি বঞ্চিত ক'র্‌লেন!

প্রসূ। বালাই! বঞ্চিত ক'র্‌বেন কেন? মহারাজ তোর কৈলাসের কষ্ট শুনেই মনের দুঃখে যা বলেন—

সতী। হা অদৃষ্ট! কৈলাসে আবার আমার কষ্ট! একটী ক্ষুদ্র প্রাণীও যে কৈলাসে শোক, তাপ বা কোন অশান্তি ভোগ করে না, সেই কৈলাসে আবার আমার কষ্ট! আমার ধনের সুখে কাজ কি মা? আমার মনের সুখের সীমা নাই। এমন মনোরম স্থান ত্রিভুবনে আর নাই। ইন্দ্রালয় বা বৈকুণ্ঠ তার কাছে কিছুই নয়। বাবার ঘৃণার পাত্রী হ'য়েই তোমার মেয়ে অভাগিনী হ'য়েছে। নৈলে তারে এমনই সুপাত্রে দিয়েছ' মা—যে তার কিছুরই অভাব নেই। আমি সেই চরণ প্রসাদে দেবীর দেবী—ত্রিলোক-জননীর মত গণ্যা মান্যা হ'য়ে আছি। দাক্ষায়ণী হ'য়ে আমার যে মান ছিল—শিবানী নামে তার চেয়ে লক্ষ গুণে ত্রিভুবনে আমার মান বেড়েছে। হায়! আমার কত সাধ ছিল—সব ঘুচে গেল। হা জন্মসখি জয়া বিজয়া! হা বৎসগণ! কোথায় রৈলি? একবার দেখা আর হ'লো না। এমন সখী ভাব, এমন বাৎসল্য ভাব, এমন কি—আর এ জগতে কোথাও হয়! হা অদৃষ্ট! কৈলাসনাথের এত অপমান ল'য়ে, কোন্ মুখে আর কৈলাসে ফিরে যাব?

প্রসূ। ওমা! কিসের অপমান? ওঁর কথা শুনিস্‌নি, ওঁর কথায় কিছু মনে করিস্‌নে। বালাই! সব থাকবে—আরও বাড়বে।

সতী। ওমা! মনে ক'র্‌বোনা ব'লেই তো এসেছিলেম। যজ্ঞের কথা যেই শুনলেম্—অনিমন্ত্রণ তুচ্ছ ক'রে অমনই পাগলিনী হ'য়ে ছুটে এলেম। রাগ ক'রে আসিনি মা, অমঙ্গল নিবারণের আশাতেই এসেছি। ভেবেছিলেম—পিতা রাগ করুন, দেখে কেঁদে যাতে পারি—সব দিক রাখ্‌বো। হা একটা

অপমানের কথা শুন্‌লে, তাও স'য়ে থাক্‌বো। কিন্তু মা, এ তা নয়—নিন্দার স্রোত, ঘৃণার তরঙ্গ, অপমানের সাগর! নিতান্তই কপাল পুড়েছে—আমার ভোগের শেষ হ'য়েছে। হায়! শিববাক্য কি অন্যথা হয়? মহাজ্ঞানী তখনই ব'লেছিলেন—"তোমার অবোধ পিতা বুঝ্‌বেন না,—তাঁর নিদয় হৃদয় কখনই সদয় হবে না। সতি! তুমি যেয়োনা, অনলে পতঙ্গ হ'তে যেয়ো না।" হায়! সেই পতঙ্গই হ'লেম।

দক্ষ। কি সর্ব্বনাশ! কি চমৎকার ইন্দ্রজাল! কি অদ্ভুত কুহক! ব্যাটার ন ভূত, ন ভবিষ্যৎ—কি নূতন প্রকারের ভেল্‌কি! আমার সেই সতীকে ব্যাটা এমনই ক'রে ভুলিয়েছে। নারদ ভায়া হে! সে ব্যাটা এমনই যখন তোমাকে আমাকে ভুলিয়েছে, তখন দুধের মেয়েকে যে আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে, সে আর বড় কথা কি? হায়, আমি কি দুর্ভাগ্য! আমি এমন বেদেকে কন্যাবত্ন অর্পণ ক'রেছি। ভূতেব রাজা ভুতুড়ে ব্যাটার ভৌতিক মায়ায়, সতী আমার ঘোর অভিভূতা হ'য়ে এই সব প্রলাপ ব'কছে। এ রোগের একমাত্র ঔষধ—জ্ঞান-চক্ষুদান!

নারদ। তাই তো! মা নিজে মহামায়া—তবু শিবেব মায়ায় মুগ্ধা!

দক্ষ। তা না হ'লে ভাই! যে কন্যা একান্ত পিতৃ-বৎসলা ছিল, সে এক বার মাত্রও পিতার অপমান ভাব্‌লে না। পিতার মুখে পতি-নিন্দা শুনে ঘোর অভিমানে মত্তা হ'য়ে উঠ্‌লো। যেমন তেমন নয়,—দক্ষ রাজার কন্যা হ'য়েও যে কাঙ্গালিনী হ'লো—ও যে দিন দিন অন্নাভাবে শীর্ণা, বস্ত্রা-ভাবে মলিনা, বনবাসিনী হ'য়েছে—তা দেখা দূরে যাক্—ওকি না সেই পাষণ্ডের পক্ষ-পাতিনী হ'য়ে, যত অমানুষিক পৈশাচিক কাণ্ডের প্রশংসা ক'রতে লাগলো? ওর যে সব ভগিনী এসেছে, তাদের অবস্থা আব আপনার অবস্থা দেখেও ওর জ্ঞান হ'লো না। কন্যাকে পতিভক্তি শেখাতে হয়—তা কি আমি জানি না? তা ব'লে অপদেবতা পতিকে কি ক'রে ভক্তি ক'র্‌তে বলি? এক ব্যবস্থা কি সর্ব্বত্র খাটে?

মঘা। শুন্‌তে মন্দ, কিন্তু বাবা যা ব'লছেন, তার একটী কথাও অন্যায় নয়। সতী আর আমরা যে এক বাপ মায়েব মেয়ে, ওরে দেখ্‌লে তা কে

ব'লতে পারে? (দক্ষের প্রতি) বাবা! ওঁর গুণের কথা কি ব'লবো? আমরা কয় বোনে আমাদের গা থেকে এক এক খানা গহনা খুলে, ওরে পরিয়ে দিতে গেলুম—ও কি না ছুঁলে না! তাতে ওঁব অমর্য্যাদা হ'লো! ওঁর শিব দেবেন, তবে উনি প'রবেন! সে দেওয়া আর সূর্য্যদেবের পশ্চিমে ওঠা, এক দিনে হবে।

দক্ষ। আমি তা বিলক্ষণ জান্‌তে পেরেছি মা। সেই ভুতুড়ে ব্যাটার তমঃ বৈ অন্য ধন কিছুই নাই। ভাল—মন্দ নাই—না হয়, একটু নত'হ—তাও নয়। এত মত্ততা! যার যোগ্যতা নাই, তার আবার তেজ কেন? তেমন লোক তেজ ক'রলে পাগল বৈ আর কি বলে?

মধা। শিব তো পাগলই বটে! তা কি আর কারও জান্‌তে বাকি আছে?

দক্ষ। না মা—অন্য পাগল নয়, কেবল অহঙ্কারেই পাগল। যদি সে প্রকৃত উন্মাদ হ'তো, এর চেয়ে তা শুভ ব'লে মান্‌তুম্। তারে যে কি ব'লবো কিছুই ভেবে পাইনে—মানব বলি, কি যক্ষ বলি, কি দানব বলি, কি বলি,ভেবে স্থির ক'রতে পারিনা। চতুরাশ্রমের মধ্যে একটীতেও সে নয়। গৃহস্থ হ'লে—শ্মশানে মশানে বেড়াত না। বানপ্রস্থ হ'লে—কৈলাসে একটা গৃহই বা রাখ্‌বে কেন? সন্ন্যাসী হ'লে—আমার এমন লক্ষ্মীকে সে লক্ষ্মীছাড়া কি বিবাহ করে? তারে ব্রহ্মচারীও বলা যায় না। এত অনাচার,এত কুসঙ্গ ল'য়ে কোন্ ব্রহ্মচারী ফিরে থাকে? যদি বল' দেবতা—অনেকের সে ভ্রমও আছে—তবে যখন সুধা বণ্টন হয়, তখন তেত্রিশ কোটীর মধ্যে যার একটুও দেবত্ব গন্ধ ছিল, সেও সেই সুধার ভাগ পেয়েছিল। তার ভাগ্যে সুধার পরিবর্ত্তে গরল-পানের ব্যবস্থাই বা হ'লো কেন? হায়! সেই বিষ খেয়ে, তখন যদি ম'রে যায়, তবে আর কোন বালাই থাকে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সুধার পরিবর্ত্তে বিষ খেলে—তবু ব্যাটার মরণ নাই। সে বিধাতার কি এক অদ্ভুত সৃষ্টি! ফল কথা—সে দেবতাও নয়, দানবও নয়, মানবও নয়—কিছুই নয়। তার আচার বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, খাদ্যাখাদ্য—ভাল মন্দ কিছুই নাই। তার বর্ণ নাই, জাতি নাই, কুলশীল নাই, আশ্রম নাই। যার আর

কিছুই না থাকে—লজ্জা, ঘৃণা, মান, অপমান বোধটাও থাকে—এ ব্যাটার তাও নাই। তা থাক্‌লে কি অনিমন্ত্রণে এত অপমানের পর, যে আপনার সহধর্ম্মিণীকে আজ এ বেশে এখানে পাঠাতে পারে? এরূপ আসার চেয়ে সতী যদি বিধবা হ'য়ে আজ আমার বাড়ীতে আস্‌তো, আমি তাও অতি শুভ ঘটনা ভেবে সুখী হ'তেম। পিতা হ'য়ে এমন্ অস্বাভাবিক অশুভ কামনা করা যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা, তা অন্তর্যামী গুরুদেবই জানেন।

প্রসূতী। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) ও মহারাজ! কি ক'র্‌লে! হা নির্দ্দয় পাষাণ! সর্ব্বনাশ কির্‌লে! সন্তান-হত্যা—কন্যা-হত্যা ক'র্‌লে! একি!—মার চোখ্ যে জবাফুল! ওমা, কি হবে? চোখের যে পলক পড়ে না। ওমা, একবার কথা ক'মা! কেন, এমন হলি? চোখে তোর জল নেই—তাতে যে অগ্নিবর্ষণ হয়। (সতীকে ক্রোড়ে ধারণ) ওগো! তোমরা ধর না গো। সতীকে কোলে ক'রে আছি, কি একখানি পাষাণময়ী মূর্ত্তি ধ'রে আছি—তা যে বুঝতে পারছি নি। মা যে নিস্পন্দ—একেবারে স্থির—চোখের তারা দুটী নড়ে না—হাত পাও খেলে না—সব যে অবশ। ওমা দুঃখিনীর ধন! ওমা প্রসূতীর জীবন! চেয়ে দেখ্ মা—কথা ক'মা। তোর বিধুমুখ যে আর মলিন দেখ্‌তে পারিনে।

নন্দী। (দক্ষকে লক্ষ্য করিয়া) হর! হর! হর! শঙ্কর!

(ত্রিশূল উত্তোলন)

দক্ষ। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে! কে আছিস্? শীঘ্র এদিকে আয়। শীঘ্র আয়।

নারদ। (দক্ষ ও নন্দীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক) নন্দি! সংহর, সংহর! মা এখনও জীবিতা আছেন।

প্রতিহারী-দ্বয়ের প্রবেশ।

প্রসূতী। (চীৎকার স্বরে) ও সতি! সর্ব্বনাশ হ'লো! তোর মা আজ বিধবা হয়। চেয়ে দেখ্ মা—নন্দী ত্রিশূল দিয়ে তোর পিতৃ হত্যা করে।

সতী। (হস্ত-চালনে নিষেধ করিয়া) বৎস! ক্ষান্ত হও। উনি যাই বলুন,—আমার জন্মদাতা পিতা। আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি এ জন্ম আর রাখ্‌বো না। জনক ব'লেই তোমায় নিবারণ ক'ল্লেম, নচেৎ চতুর্দ্দশ ভুবনে কা'র সাধ্য, আমার শঙ্করের অপমান ক'রে পার পায়? জন্মদাতা—মহাগুরু, ওঁরে তো কিছু ব'লতে পারি নে। কিন্তু এমন মোহান্ধ জনক-দত্ত যে দেহ—তাহা আর রাখ্‌বো না। এখনই আমার যোগীশ্বরের দীক্ষিত যোগবলে, এ জীবন তাঁহার পাদপদ্মে অর্পণ ক'রবো। যাঁর নিকট এ দেহ পেয়েছিলেম, তাঁর কাছেই এ পাপদেহ খানি রেখে যাব। নন্দীরে! সে পর্য্যন্ত নিরস্ত থেকো। সে ঘটনার পর আপনিও কিছু ক'রো না। কৈলাসে গিয়ে কৈলাসনাথকে সংবাদ দিও। তিনি দর্পকারীর দর্প-হরণ করুন বা ভাল হয় ক'রবেন! নন্দীরে! জয়া বিজয়াকে ব'লো, তাদের মা আজ জন্মের মত বিদায় হ'লো। শিব-দ্বেষীর কন্যা কি তোদের মা হ'তে পারে?

গীত।

হায়! কি সাধে বিষাদ সতীর' এখন!
কি হ'লো, সব ফুরাল'. যেন নিশার (ও) স্বপন।
কোথারে জয়া! প্রাণের বিজয়া!
আজ ছাড়ি ভব-মায়া, জুড়াই সকল জ্বালা,
ত্যজি এ জীবন।

কৈলাস শিখরে হাহাকার ক'রে, হ'য়ে অধোমুখী
কাঁদিবি তোরা সাথ, কাঁদিবে সেই দেব ত্রিলোচন।

সতী। দুই মহাগুরুতে বিসম্বাদ—তাঁরা পরস্পরকে ত্যাগ ক'রতে পারেন—আমি কারে ত্যাগ করি! এ রূপ স্থলে আমারই উচিত—আপনার পাপ দেহকে ত্যাগ করা। লোকে মৃত্যু-শঙ্কায় কাতর হয়—আমার তা কিছুই নাই। আমি কর্ত্তব্যকে বড় ব'লে জানি, সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রাণ-বায়ু দেহ

ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হ'য়েছে—কেবল মায়ার মোহে প্রাণ কেমন ক'র্‌ছে—কাল বিলম্ব হ'চ্ছে। আমার মা যে সতী বিহনে শোকানলে দগ্ধ হবে—আমার শঙ্কর যে অভাগিনী বিরহে কাতর হবেন—দশ দিক্ আঁধার দেখ্‌বেন—কেবল সেই দুটী চিন্তাই, আসন্ন মৃত্যু-যাতনার চেয়ে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে। পিতার ঘৃণা-বিষে সর্ব্বাঙ্গ জ্বেলে ফেলেছে। পতিনিন্দার বজ্রাগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হ'য়ে গেছে। (দক্ষরাজার প্রতি) দাম্ভিক মহারাজ! বিদায় দাও। তোমায় পিতা ব'লতে, আর আমার রসনা চাহে না:—তোমার সহিত সম্পর্ক রাখ্‌তে আর বাসনা হয় না। এই তোমার সকল দুঃখ নিবারণ করি—সধবা বিধবা কোনও অবস্থাতেই আর আমাকে তোমায় দেখ্‌তে হবে না। আর আমায় কন্যা ব'লে ডাক্‌তে হবে না। যে কন্যার জন্য তোমার মান গেল, সম্পদ গেল, সুখ গেল—সেই অলক্ষণা কন্যার জন্য, আর তোমায় জ্বালা ভুগ্‌তে হবে না। সেই অভদ্রা কন্যা জন্মের মত বিদায় হ'লো। কেবল এই ভিক্ষা দাও—বালিকা তনয়া ভেবে, তার অপরাধ নিওনা। আর পার' যদি—আপনার মঙ্গলের জন্য এখনও সেই শিবময় সদাশিবের মান রেখো। নৈলে যে মুখে শিব-নিন্দা ক'রেছ—সে মুখ আর এ মুখ থাক্‌বে না।

(যোগাসনে উর্দ্ধনেত্রে) হা কৈলাসনাথ! হা সতীনাথ! তুমি কোথায়? এ সময়ে তোমার পাদপদ্ম একবার দেখ্‌তে পেলেম না? হৃদ্‌পদ্মে উদয় হও—যে মূর্ত্তিতে ত্রিলোক সংহার কর, সেই মূর্ত্তিতে এখন একবার উদয় হও—দর্শন দাও, দর্শন দাও। অধিনা ঘোর পাপে পাপিনী হ'য়েছে। পতিবাক্য লঙ্ঘন ক'রে অসতীর কাজ ক'রেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। পতি-নিন্দা কাণে স্থান দিয়েছি, সে পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করি। শিবনিন্দায় প্রমত্ত যে পিতা, তাঁরে আর পিতা ব'লতে না হয়, তারও উপায় করি। তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, তাও রক্ষা করি। বিফল হ'লে কৈলাসে আর যাবো না ব'লে এসেছি—তা কি প্রভু ভুলবো? প্রাণত্যাগের এত প্রয়োজন—সেই প্রয়োজন সাধনের সময় উপস্থিত। এ সময় নাথ! নিদয় হ'য়োনা, হৃদয় শূন্য ক'রো না। এ সময় বিশ্বম্ভর রূপ না দেখ্‌তে পেয়ে, যেন মনস্তাপের উপর আরও মনস্তাপ ভোগ ক'রে অপমৃত্যু ঘটে না। হা নাথ! হা মৃত্যুঞ্জয়!

হৃদাসনে ভর কর। মৃত্যুরাজ! উদয় হও—মৃত্যুঞ্জয়ের জায়া তোমায় ডাক্‌ছে। যদি সে নামে ভয় থাকে, দেহ হ'তে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দাও। বৎস পবন! আস্‌বার সময় বিজয়াকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিলে, পথে আমার সহায় হবে। তখন আমার প্রয়োজন ছিল না—এখন সহায় হও, বায়ু রোধ কর—প্রাণ-বায়ুকে দেহাধার হ'তে অবকাশ দাও। হৃদাকাশ হ'তে নির্গত হও—আত্মাকে বহন কর।

প্রসূতী। (চীৎকার পূর্ব্বক) ওরে সর্ব্বনাশ হ'লো! সকলে দেখ্‌ছো কি? সর্ব্বনাশ হ'লো—শীঘ্র ধর—ধর, শীঘ্র ধর।

গীত।

কাঙ্গালিনী ক'রে মোরে, কোথা গো মা, গেলি চ'লে?
দয়া কি হ'লোনা প্রাণে, দুঃখিনী জননী ব'লে।

হেন যদি ছিল মনে, কেন এলি এ ভবনে?
হেরি তোমা ধরাসনে, ভাসি যে মা নয়নজলে।

আসি পাপ যজ্ঞস্থানে, পতিনিন্দা কাণে শুনে,
নিজ প্রাণ অভিমানে, ত্যজিলে মা মায়াবলে।

স্বপনে দেখিনু যাহা, সকলই ঘটিল তাহা—
সতী-দেহ তাই আহা! লুটা'তেছে ধরাতলে।

সতী। হা নাথ! হা শঙ্কর! হা শিব! তুমি কোথায়? এ সময় শ্রীপাদ-পদ্ম একবার দেখতে পেলাম না! এ সময় হৃদয় যেন শূন্য হয় না। হা নাথ!

(পতন ও মৃত্যু।)

হরপার্ব্বতী মিলন।

কৈলাস পর্ব্বত—উপত্যকা ভূমি।

নারদ ও শান্তিরামের প্রবেশ।

নারদ। কি ব'লছিলে শান্তিরাম—কৈলাসে যেতে তোমার আর ইচ্ছা নাই? সে কি হে? যে কৈলাস-বাসের জন্ম দিন কতক আমার সঙ্গ পর্য্যন্ত ছেড়েছিলে সে কৈলাসে তোমার অরুচি?

শান্তি। সাধে কি কৈলাসে অরুচি আমার?
মা বিনে কৈলাসে কি আছে আর?
বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মা ছেড়েছেন প্রাণ,
সেই দিন থেকে শান্তি আর কৈলাসে না যান।

নারদ। হরিবোল হরি! তবেই তো তুমি সকল সংবাদই রাখ। মা যে আবার কৈলাসে এসেছেন, তা কি শান্তিরাম তুমি জান না?

শান্তি। (করযোড়ে)
গুরুর বচন, জানে মোর মন, বেদের চেয়ে সাঁচা।
তবে কেন ব'লছ এমন, ভার হ'লো যে আঁচা।

নারদ। না শান্তিরাম, আমি মিছে ব'লছি না—সত্যই মা আবার এসেছেন।

শান্তি। (নারদের দিকে দৃষ্টি পূর্ব্বক কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া)

এই কাণে শুনেছি তাঁর বাপ্‌কে ব'লেন গেলে,
তোমার জন্ম-দেওয়া দেহ, রাখ্‌বো না আর হ'লে।
এই চ'খে দেখেছি মাকে, শরীর ছেড়ে যেতে,
এই নয়ন ক'রেছে কত, রোদন দিনে রেতে,—

এই চরণ তখন ছুটে, গেছে বনে বনে,—
লোকালয়ে আর থাক্‌বোনা, ভাবতেম মনে মনে।
গাছের ছাল, আর ঝরণার জল, বুনো সিদ্ধির জটা,
গুহায় শুয়ে বাকল প'রে, ঘুচেছিলো ল্যাটা।
গুরুর আজ্ঞা অবজ্ঞা কি ক'রতে পারি কভু?
আপনি গিয়ে আন্‌লেন, তাই সঙ্গে এলেম প্রভু।
মায়ের শোকে পাগল এ'কে, হু-হু করে মন,
কেন আর ভুলুনে কথায়, করেন জ্বালাতন?

নারদ। না শান্তিরাম, ভুলানো না। মা গেলে কি আর মা হয় না?

শান্তি : ও ঠাকুর! বুঝিছি ভাবে,
মা নয়,—বিমাতা তবে!
শিব ক'রেছেন আবার বিয়ে,
তাই কি আবার দেখ্‌বো গিয়ে!
অমন মায়ের হ'য়ে ছাঁ,
আবার কারে ব'লবো মা।
ছি ছি ঠাকুর, আর ব'লোনা—
সে কৈলাসে আর যাব না।

(প্রস্থানোদ্যত)

নারদ। যেয়ো না, যেয়ো না—শোন আগে। সেই মাই আবার এসেছেন। মা একবার দেহত্যাগ ক'রেছেন ব'লে কি আবার দেহ-ধারণ ক'রতে পারেন না? শান্তিরাম! তুমি এত বোঝ—আর এইটে বুঝতে পার্‌লে না? বাবা পঞ্চানন কি আর কারোকে বিবাহ করেন? মা দক্ষালয়ে দেহত্যাগ ক'রে হিমালয়ের ঘরে জন্মেছেন। আমিই ঘটকালি করে বাবার সঙ্গে মার বিয়ে দিয়েছি—মা আবার সেই জয়া বিজয়াকে সঙ্গে ল'য়ে সেই কৈলাসপুরে তেমনই আলো ক'রে বসেছেন।

শান্তি। তবে ঠাকুর বিয়ের বেলা
দাসকে কেন ক'ল্লে হেলা?

নারদ। হাঁ—সেটা আমার অপরাধ হ'য়েছে বটে। ভাব্‌লেম, অত গোলমালে তোমাকে না ল'য়ে গিয়ে, মা যখন কৈলাসেশ্বরী হ'য়ে ব'সবেন, সেই সময় একেবারে তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাব।

শান্তি। জেগে না ঘুমিয়ে আমি, সত্যি না স্বপন?
সত্যি কি আর দেখ্‌তে পাব, সে রাঙ্গা চরণ?

নারদ। হাঁ শান্তিরাম—সত্যই আবার সেই মার সেই রাঙ্গা চরণ দেখ্‌তে পাবে।

শান্তি। (নাচিতে নাচিতে)

দেখ্‌বি আবার সত্যি তবে, দেখ্‌বি রে নয়ন,
দেখে জুড়াবি জীবন!
ত্রিতাপ-হরণ অভয় চরণ, পাবি দরশন,
আবার পাবি হারাধন।
গুরু ব'লেছেন—"মিছে নয়"; শোন্‌রে ভোলা মন!
আর হ'সনে উচাটন।
বড় তাপে তেতেছিলি, জুড়াবি এখন!
(তাল ঠুকিয়া) আর ক'র্ব্বে কি শমন?

নারদ। স্থির হও শান্তিরাম! আগে মার পাদপদ্ম দর্শনই হোক্, তার পর আমোদ ক'রো।

শান্তি। মা আবার জন্মেছেন যখন, ভয় কি তখন আর?
গুরু-বলে, সে পা থাকে ছাড়ায় সাধ্য কার?
ভাল ঠাকুর! আগের মূর্ত্তি মায়ের কি আর আছে?

এজন্মে মার ভিন্ন আকার হ'য়ে থাকে পাছে।
তখন ছিলেন বামুনের মেয়ে—দক্ষরাজার ঝি!
পাহাড়ের মেয়ে হ'য়ে, শ্রীচাঁদ তেমনই আছে কি?

নারদ। (সহাস্যে) গেলেই দেখ্তে পাবে। এস—সেই রূপে সেই পথ দে গিয়ে দর্শন করা যাক্।

(উভয়ের পরিক্রমন)

কৈলাস পর্ব্বত—সানুদেশ।

বেদীতে শিব ও পার্ব্বতী আসীন, নন্দী দূরে দণ্ডায়মান।

বীণাসংযোগে গাহিতে গাহিতে নারদ ও

শান্তিরামের পরিক্রমন।

গীত।

শঙ্কর শিব সঙ্কট-হারি!

নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব!

সংসার সিন্ধু-সেতু, কে করে পার, তোমা বিনা আর?

দীননাথ হে! চরণারবিন্দ, যাচি তোমারি।

সতী। (শিবের প্রতি) নারদ আর শান্তিরাম আস্‌ছে। আহা! নারদের সঙ্গে শান্তিরামকে দেখে পূর্ব্ব কথা সবই স্মরণ হ'চ্ছে। ভক্ত শান্তিরাম আমার জন্য যে অনেক দুঃখ পেয়েছে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

শিব। তোমার কোন্ ভক্তই বা না পেয়েছিল? একা শান্তিরাম কেন? শান্তিরাম তো অমর নয়। সে বরং ভাব্‌তো, ম'লেই যন্ত্রণা যাবে। অমরবাসী ভক্তেরা পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছিল। তাদের পক্ষে সে প্রবোধ ও ছিল না। তুমি যখন বুড়োর দশা না ভেবে. নিদারুণ হ'য়ে দক্ষপুরে দেহ রেখে চ'লে গেলে, তখন সেই দেহখানি আমার এক মাত্র অবলম্বন হ'য়েছিল। মহাযোগে ব'সে হৃদয়ে ঐ রূপ ধারণ ক'রেই কাল কাটাতে লাগলেম্।

নারদ ও শান্তিরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

(উভয়ে প্রণাম করণ)

নারদ। মা! তোমার শান্তিরামকে ল'য়ে এলাম। ও কিছুতেই বিশ্বাস করে না, যে তুমি আবার কৈলাসে এসেছ। (শান্তিরামের প্রতি) কেমন শান্তিরাম! মার কি ভিন্ন মূর্ত্তি কিছু দেখ্‌ছো? এখন কি বল?

শান্তি। তাই তো ঠাকুর! কি আশ্চর্য্য, একি বিষম মায়া!
এক জন্ম মার ঘুচে গেছে, তবু তো সেই কায়া।
সেই বেদীতে, সেই মূর্ত্তিতে, ব'সে আছেন সেই;
এ দেখে, কার সাধ্য, বলে—সে জন্ম মার নেই।
ছি ছি শান্তে, পেরে চিন্‌তে তবু ভ্রান্তে ভোর!
তবে কি এই দেহ থাক্‌তে, যাবে না তোর ঘোর?
জগৎ কাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড যা'র মায়াতে চলে,
তার মূর্ত্তি কি ভিন্ন হয়, স্থানান্তরে জন্ম নিলে?
আজ অব্‌ধি শান্তে মড়া, কাণমলা এই খা—
আর যদি তা ভুলিস্‌, তবে যমের বাড়ী যা।

সতী। শান্তিরাম! অনেক দিনের পর তোমার মুখ খানি দেখ্‌লেম বাছা! স্বচ্ছন্দে আছ তো? এত দিন কোথায় ছিলে?

শান্তি। মাউড়ে ছেলে, কোন্‌ কালে মা, কেবা ভাল থাকে?
আমি তবু ছিলেম ভাল, মা মা ব'লে ডেকে।
মনটা যখন জ্বলে জ্বলে, উঠ্‌তো হু-হু ক'রে,—
জটা সিদ্ধি টেনে একবার, কাঁদতুম প'ড়ে প'ড়ে।
চোখ্‌ বুজে মা যখন, তোরে ডাক্‌তুম প্রাণটা ভোরে,
অমনই গিয়ে দেখা দিতিস্‌ এই বুকের ভিতরে।
ওমা! এই বুকের ভিতরে, ওমা! দেখ্‌না মনে ক'রে।

(বক্ষে করাঘাত ও নৃত্য)

সতী। শান্তিরাম! তোমাকে আমার কিছু দিতে বাসনা হ'চ্ছে। তুমি কি চাও—বল।

শান্তি। আর কিছু মা, আর কিছু মা, আর কিছু মা চাইনে,

তেমন ক'রে মোদের ছেড়ে, আর কোথাও মা যাস্‌নে।

আর যেন কাঁদাস্‌নে মা, আর যেন কাঁদাস্‌নে।

সতী। (সহাস্যে) না বাছা—আর ছেড়ে যাব না।

শিব। না সতি! কেবল কথায় নয়—আমি আর তোমার ও কথা শুন্‌তে চাই না। এবার একটা কোনরূপ জামিন চাহি।

সতী। কি জামিন প্রভু?

শিব। আমি বলি, আর দুই ভিন্ন দেহে রব না। অর্দ্ধার্দ্ধি ভাবে এস—দুই দেহে এক হই।

সতী। তোমার যে রূপ ইচ্ছা—তবে তাই হোক্।

শান্তি। (নাচিতে নাচিতে)

ঠিক ব'লেছেন, ঠিক ব'লেছেন, ঠিক ব'লেছেন বাবা।

বাবার সঙ্গে গাঁথা থাক্‌লে আর কোথা বা যাবে?

সাগর জলে নদী মিলে তেমনই হ'য়ে রবে।

ওমা! তেমনই মিশে রবে।

তখন আর কোথা মা যাবে?

শিব ও সতীর দুই অঙ্গ এক হওয়া।

অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি।

নারদের বীণাবাদন ও শান্তিরামের নৃত্য।

মিলন গীত।

কৈলাস ভূধরোপরি, হায় আজ একি হেরি!

বিরাজিত হরগৌরী—কি যুগল মাধুরী!

রজতে কনককান্তি মিলিল আ-মরি!
আধ অঙ্গে বিভূতি, আধ চুয়া কস্তুরী।

একাঙ্গে ভুজঙ্গগণ একাঙ্গে মণি কাঞ্চন,
আধ কটি বাঘাম্বর, আধ পট্ট বসন।
আধতে জটাজুট, আধ শিরে কবরী!

সার্দ্ধ নয়নে অঞ্জন, মরি কি আঁখি-রঞ্জন!
ঢুলু ঢুলু ঢুলিতেছে কিবা সার্দ্ধলোচন!
কপালে দু-আধ শশী, অনল কোলে করি।